পুষ্প হার ॥ তাহারে সঁপিয়া প্রাণ হৈনু পাগলিনী । তারকা
জিনিয়া মোরে চঞ্চলো সাজিনি ॥ দাসি বলে এইজন্যে হই
লে কাতর । ভাল কথা নহে স্থির কর হে অন্তর । হঠাৎ অধৈর্য্য
হও জ্ঞান না হইয়া । জেনে শুনে কর কর্ম্ম যাতে শেষ রয় ॥ তা
র ভাব জানি আগে কিরূপ প্রকার । পশ্চাৎ যা আছে মনে ক
রিহ বিচার ॥ এত বলি চলে দাসি সাধু সুত কাছে । দেখিল
মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমে পড়ে আছে ॥ মুখে জল দিয়া দাসি করিল
চেতন । জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি কি হেতু এমন ॥ চেতন পাই
য়া সাধু উঠিয়া বসিল । ছাড়িয়া নিশ্বাস ঘন কহিতে লাগিল
কে তুমি সুধায় আসি মোরে পরিচয় । কি আর কহিব মম
প্রাণ দগ্ধ হয় ॥ দেখা দিয়া প্রাণ নিয়া গেল একজন । তাহা
র কারণে মোর কাঁদে যে মন ॥ জনমিয়া হেনরূপ নাহে
রি নয়নে । জ্ঞান হয় জাগ্রত কি দেখিনু স্বপনে ॥ দাসি কয় ম
হাশয় দেহ পরিচয় । পশ্চাৎ পাইবে তারে দুরারাধ্যা নয় ॥
দাসির বাক্যে অধৈর্য্য হইল অতিশয় । শ্রী নন্দকুমার ক
হে লহ পরিচয় ॥

রাজকন্যা সহিত সাধু সুতের মিলন ॥

পয়ার । প্রেমবাক্যে হরিবংশ দাসি প্রতি কয় । কাম্য
রাজবাস আমি সাধুর তনয় । হরিবংশ নাম মোর কহিয়ে
তুমন । অদ্য কাঞ্চিপুরে আসি শুন বিবরণ ॥ স্নানহেতু উদ্যা
নে আইনু সরোবরে । মূর্ত্তিমান বসন্ত উদ্যান মনোহরে । ক
দম্ব তলায় বসি দেখি শোভাকার । মনোরমা অনুপমা কি ক
হিব আর ॥ হেনকালে দেখিলাম সুন্দরি রমণী । তড়িৎ র

তিক্তকায় চম্পক বরণি। মোহিনী কামের গুন মোহন অস্ত্র
দিয়ে। অধৈর্য্য করিল হৃদি কটাক্ষে বিন্ধিয়ে॥ অভিপ্রায়
বুঝাবায় তমিদাসি তার। কহ সহচরি সেরমণি হয় কায়॥
হাতে ধরি বলি তোর রাখহ আমাকে। বাচাও যারেক আ
নি মিলাইয়া তাকে॥ যতভাবে দিবধন পুরাইয়া আশ। এক
বার পুরাও আমার অভিলাষ॥ কাতর দেখিয়া দাসি কহি
তে লাগিল। কথা অতি গুরুতর দুদিকে হইল॥ নৃপতি কন্
ন্যা সে বিবাহ নাহি হয়। তাহার উদ্যান এ তাহারি শিবাল
য়॥ শিবপুজা হেতু নিত্য আইসে উদ্যানে। কিরূপে তাহার
মিল করাইব আনে। তবে যদি তার মন তোমাপতি হয়। তা
হাতে নাহিক কথা দুইদিকে রয়॥ সাধুসুত বলে দাসি কর উ
পকার। ত্বরায় মিলাহ প্রাণে নাহি বাঁচি আর। ভাব বুঝি চল্লো
দাসি কামিনীরে কয়। তোমা হতে শতগুণ তার ভাব হয়। শু
নি কন্যা অতিশয় অধৈর্য্য হইল। বাঁচাবো সখি নহে প্
মাদ ঘটিল। দাসি কহে স্থির হও কি হেতু উতলা। অতি অ
কৃতজ্ঞা তুমি সহজে অবলা॥ শুনিয়েছে নৃপবালা শেষে অ
দাগর। কিরূপে বা তার সঙ্গে হবে স্বয়ম্বর॥ রাজকন্যা কহে
যাতিনিয়ে কিবা কাজ। প্রাণ যায় মিলাহ নাহিক সহে ব্যাজ।
ব্যস্ত দেখি দাসি অতি চঞ্চলা হইল। কোনমতে বুঝাইয়া রা
খিতে নারিল॥ অবশেষে দুইজনে দিল মিলাইয়া। দুজনে মি
ত্র হৈল দোহারে হেরিয়া॥ অভিলাষ পুরাইয়া কাল নিবা
রিল। রসার্ণবে মগ্ন দোহে হেনমান মোহিল। শিবালয়ে পু
ত্তুলে রাখিয়া যতনে। দাসি লয়ে গেল কন্যা নিজ নিকেত
নে॥ স্নান করি সাধুসুত করিল রন্ধন। ভোজন করিয়া সুখে

করিল শয়ন ॥ বৈকালেবনেরশোভা দেখিছে কৌতুকে। শুক বিলাসের ইতিহাস কবি বলে ॥—

রাজকণ্যা সহিত সাধুসুতের দিগভ্রমণ ॥

ত্রিপদি। নিত্য সুখমহোৎসব, উদ্যানে বিলাস নবঃ নব যুবানবিনা যুবতি। ভিতরে কেনারে আনে; তিনজন মাত্রজানে; অনঙ্গ প্রসঙ্গেখেলেরতি। হাস্যপরিহাস্য কত, নবভাবে উনমত্ত; অতিশয় পিরিতী বাড়িল। নানাবিধ প্রেমছন্দ, গীতনাট অনুবন্দ, রসিকার সাক হৈলমিল ॥ উদ্যান বিহার স্থান; বিহরে হারায়ে জ্ঞান, জলবানবাখানে দুজনে সুখোল্লাস বর্ক্তনায়, বর্ণিতে নাপারি আর, নবোঢা যুবতি যুবসনে ॥ পিরিতের যেইনিত, নবহৈল প্রতি ঠিক? দুইভাব হইল সমান। কিছু দিন গতহয়, রসের লাঘব নয়ঃ প্রস্পার বাধে মনঃ প্রাণ ॥ একদিন দুইজনঃ করি অশ্ব আরোহণ ভ্রমণে চলিল মন সুখে। নানাবন বেড়াইল; নানাস্থান ছাড়াইলঃ নানাশোভা দেখিয়া কৌতুকে ॥ গিরিদর নগরে শোভাঃ অমরের মনোলোভাঃ কতং দেখে কতস্থানে ॥ মধ্যাহ্নে সময় হয়ঃ খরারহে খরাচয়ঃ তাপলাগে সাধুর সন্তানে ॥ রাজকন্যা প্রতিকয়ঃ খুধালাগে অতিশয়ঃ চলিতে নাহিক পারি আর। পিপাশায় প্রাণযায়ঃ বুকমুখ শোষে তায়ঃ প্রাণপ্রীয়া করহ নিস্তার ॥ জলপান করাইয়েঃ প্রাণ রাখ প্রাণপ্রীয়েঃ হৃদয় বিদরে পিপাশায়; ॥ কাতর হইয়া অতিঃ সাধসুত দুঃমতীঃ তরুতলে, বাসলা ছায়ায় ॥ রাজকন্যা দেখিতায়ঃ অধিক যাতনা পায়ঃ প্রীয়তমা হইল কাতর ॥ তাহাযে হইল তারঃ সেকথা কিকব আরঃ জানে সখা

রসীক যেনয় ॥ ব্যস্তহৈয়া রসবতীঃ আস্বাস্যে বুঝায়ে আতি চলিলেন জল অন্বেষণে । দেখহ দৈবের কলঃ নিকটে নাপাছ জলঃ পাগলিনী প্রায় ধায় বনে ॥ এতে অতি সুকুমারীঃ তাহে খরা লাগে তারিঃ মুখপদ্ম শুকাইল তায় । ঘর্ম্ম অঙ্গে ঝরঝরঃ অঙ্গদহে রবীকরঃ ভূমে পদাপণ করা ভার ॥ সেদুঃখ নাহয়ঃ প্রিয়তম দুঃখ পায়ঃ সেইদায় বিষম অন্তরে ॥ প্রিয়তে নিবেশ জ্ঞান লঘুমান নিরূপণ কহে কবী শুন অতঃপরে ॥

রাজা কন্যার অন্যের সহিত মিলন ।

পয়ার ॥ বারী অন্বেষিয়া নারী ভ্রমে একাকিনী । নাপেয়ে আপন দঃখ রসিকা কামিনী ॥ গ্রামের প্রান্তরে দৃষ্টি হৈল একঘর । লক্ষ্যশ্বাসে সেইদিগে চলিল সত্বর ॥ উত্তরিয়া দেখে সেই শুঁড়ির দোকান । সুরাবিক্রী করে গ্রামোন্তিকে অবস্থান তথা হৈতে গ্রাম বহুদূরে দৃষ্টিহয় । গ্রামে প্রবেশিলে সেদিলম্ব অতিশয় ॥ প্রমাদে পড়িনু একি ঠেকিলাম দায় । প্রিয়তম কিরূপেবা বাঁচে পিপাশায় ॥ শুড়ির বাটির জল লইব কেমনে । বিষম শঙ্কট হৈল কিকরি এক্ষণে ॥ বাহা হন্ত জল লই কি করিবে ধর্ম্ম । অস্থিরে নিয়ম নাই যথা শাস্ত্র মর্ম্ম ॥ এতভাবি শৌণ্ডিক আলয়ে প্রবেশিল । সম্মুখে দোকানে ধনী শুঁড়কে দেখিল ॥ অমনি মোহিল মন লাগিল চটক । অনঙ্গ উদ্রেক ভাবে হইল আটক ॥ সাধুসুত প্রতি সেহ একেবারে ছাড়া । আপনা বিস্মরে শরে মনঃ ভ্রম বাড়া ॥ জল লইবার তরে হৈল আগমন । সেকথা হইল ভুল কামে অচেতন ॥ বিনয়েতে যুবতী কহে শুড়ির সন্তানে । রাখহ আমা

রে স্থান দিয়া তবস্থানে ।। অঙ্গদহে অঙ্গ হীন অনাহুত মন ।
সমাহেবারেক অঙ্গদেহ আলিঙ্গন ।। যুবতীর বাক্যেশুড়ি
বিস্ময় হইল । রঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গে অনঙ্গ শিহরিল ।। না যাচতে
যাচেনারী এবড় কুপাল । সময়ে লকাজ করে সমুদয়ে যোগী
কাল ।। শুডি কহে কেবা তুমি এভাব কেমন । হটাৎ আমার
স্থানে চাহ আলিঙ্গন ।। ভাবদেখে ভাবেন কত মত আর ।।
নারীর এমন ভাব একি চমৎকার ।। অবলা পুরুষ ভয়ি । কা
মে হতজ্ঞান । আলাপন না হইতে আগে সমর্পণ ।। শুনি
য়া যুবতী কহে কথা রাখিমোর । নিতান্ত জানিহ আমি হই
দাসী তোর ।। এত বলি বিস্তর সাধিল ধরি পায় । ভাব দেখি
ভাবি হইয়া শেষে দিল সায় ।। অনঙ্গে মাতিল দোহে সুরস
বিভল । শান্ত হৈল যুবতী মদনে পরিত্রান ।। সাধুসুতে ভুলি
য়া রহিল সেই স্থল । কোথাবা রহিল সাধু কোথাও নারদ
প্রেমেতে দোহে চিত্তরস রঙ্গে রয় । শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন রস কয়

রাজ কুমারী কর্ত্তক সাধু পুত্র বিনাশ ।

পয়ার ।। এখানেতে সে সাধুসুত বৃক্ষতলে বসি । পথ নীর
খিছে গেছে যেপথে রূপসী । বিলম্ব দেখিয়া অতি হইল
চিন্তিত । একাকিনী গেছে কি ঘটেছে বিঘটিত ।। অবসান হৈ
ল দিবা ভানু অস্তগায় । তবু না আইল কন্যা ভাবে যুবরায় ।
শোকেতে শুকায় মুখ চঞ্চল হইল হায় প্রিয়া কোথা গেল
কেন না আইল । নিশি প্রবর্ত্তিল তবু না এল যুবতী ।। বিচ্ছে
দেতে সাধুসুত হয়ে শুষ্কমতি । কিরূপে কম্প করে একা পাঠা
ইনু নারী । এখন বিচ্ছেদ জ্বালা সহিতে নাপারি ।। পিপাসা এ
খন কোথা নীরহেতে মরি । তিব্রতাপেকন্যে প্রাণ উপায় কিক

রি ॥ দুনয়নে বহেবারি কহে হায়হায়। রোদন ব্যাঞ্জনলোর
নে ভেসেযায় ॥ এইরূপে নিশাগেলউদয় ভাস্কর। নাগরীর
অন্বেষনে চলিল নাগর ॥ কান্দিয়া২ ভ্রমে দেখা নাহিপায়
দুর২ স্থানে ভ্রমে করি হায়২ ॥ সেই শৌণ্ডীক আলয়ে উ
পনীত। দেখিল সুনারী আছে শৌণ্ডিক সহিত ॥ সাধু সুত
জিজ্ঞাসে এখানে কি কারণ। আটক রহিল মোরে হৈয়া
বিস্মরণ ॥ পিপাশা কারণ জল আনিতে আইলে। আশা আ
শে ছিনু আর দেখা না করিলে ॥ প্রাণযায় প্রাণ প্রিয়ে
আইস আলয়। তীব্র তাপ বীরহে জীবন মোরদয় ॥ বিন
য়ে কহিছে সাধু প্রণয় উত্তর। শুনয়ে নাশুনে ধনী আছে অ
ভ্যন্তর ॥ আরকি সেভাব আছে মনগেছে ফিরে। প্রিয়ে
হয় সিথিল পড়িল আরাগরে ॥ সাধুর বচনে হয় বিরক্ত অ
ন্তর। নবপ্রেম ডোরে বদ্ধ ভাবের আধর ॥ ভাব দেখি সাধু
সুত বীরহে দহিল ॥ ব্যগ্র হৈয়া কামিনীর চরণে ধরিল ॥
কেন প্রিয়ে অভিমানী কহযে কারণ। কোন অপরাধে মো
রে করহ বর্জ্জন ॥ এইরূপ বিস্তর বিনয় বাক্যে কয় ॥ দেখি
য়া কামনী অতি রাগান্বিতা হয় ॥ প্রিয়সনে আলাপেব্যা
ঘাত ভাবিমনে। ছিন্ন অস্ত্র সম্মুখে দেখিল ততক্ষণে ॥ কঠো
র স্বভাবে সাধুসুতে প্রহারিল। একঘায় দুই খণ্ড হইয়া প
ড়িল ॥ মৃত্যু কায়া গাড়িয়া রাখিল সেই স্থানে। প্রেমালা
পে মগন লয় প্রিয়োত্তম সনে ॥ নিদ্র য়া খলের শেষ বুদ্ধি
ক্ষুর ধার। অনাশে নাশিল ভনে শ্রীনন্দকুমার ॥

শারী নিকট শুকের গমন।

পয়ার ॥ শুকবলে মহারাজ করহ শ্রবণ। অভিপ্রায় প্রণয়ে

তে অবশ্য মরণ ॥ আরকত হানে হইয়াছে এই রূপ । অ
তএব সারোক্তি সত্য মকর ভূপ ॥ শুকবাক্যে বিস্ময় হইল
নরপতি । স্ত্রীলোকের কর্ম্ম শুনি সকাতর অতি ॥ শুকবলে
মহারাজ কর বিদায় । ত্বরা পায় আসিব ভাবনা নাহি তায়
যতেক কহিনু আমি মনে না হিরয় । অতিশয় নহে নীতিশাস্ত্রে
হেন কয় ॥ অতিশয় মানী হৈয়া মরে দুর্য্যোধন । সহিতে না
পারিলেক ভীমের ভৎসন ॥ অতিদানে বলির পাতালে
হৈল স্থান । অবামন বাদনে ধরণী করে দান ॥ অতিউগ দ
র্পাগে লঙ্কার রাবণ । পরদার দোষে দৈবে করিলে নিধন
অতএব অতিশব্দ মন্দ তদেরয় । অতিছাড়ি মধ্যকর্ম্ম কর
নররায় ॥ এইরূপ নানামত বুঝায় রাজায় ॥ শুনিয়া কিঞ্চি
ৎ সুস্থ হইলেন রায় । বিরসে বিদায় শুকে করিলা তখন ॥
আঁখি ছল২ করে শোকাকুল মন । বিদায় হইয়া শুক গেল
নিজবনে । করিল সন্তুষ নিজ শারিকার সনে । কুশল জিজ্ঞাসে
শারী যত পূর্ব্বাপর । শুকবলে সকল মঙ্গল তদনন্তর ॥ শা
রীর মঙ্গল শুক জিজ্ঞাসিল আর । একাকিনী প্রাণপ্রিয়ে
ছিলে কি প্রকার ॥ শারী বলে কিছু ভাল তব আশীর্ব্বাদে
পুত্রলয়ে আছি বনে পরম আহ্লাদে ॥ কেবল তোমার ভা
বে মন অসন্তোষ । সর্ব্বদা বিরলে থাকি ভাবি এক দোষ ॥
বুঝি শুক মোরে ছাড়ি নাহি করে মনে । মিলন হয়েছে তথা
অন্য শারী সনে ॥ আর না আসিবে শুক দুঃখিনীর পাশ ।
এইমাত্র প্রাণনাথ মনের হুতাশ ॥ শুনিয়া কহিছে শুক
হাসিয়া তখন । আমি নহি লম্পট পুরুষ কদাচন ॥ তোমা
তে বঞ্চিত আশা আছে মনঃপ্রাণ । অন্য শারিকারে দেখি

জননী সমান ।। তোমার কি এতে ভয় মোর ভয় বাড়া । বু ঝি শারি অন্য সঙ্গে আমা হৈল ছাড়া ।। আমি আছি জন্মান্তরে করে পর সেবা । বুঝি ভুলাইয়া শারী হরে লয় কেবা । শারি কহে হেন চিন্তা কর অপমান । তোমা ছাড়া অন্য পতি পিতার সমান ।। সুপথ করিয়া দোঁহে হইল মিলন । তার পর দুইজনে প্রেম আলিঙ্গন ।। বিচ্ছেদান্তে মিলনে হইল সুখি মন । নির্ব্বাহ হইল কাম শিতল দু জন ।। পঞ্চদশ দিবা শারী সঙ্গেতে বিলাস । ভূপতি ভবনে করে যাইতে প্রয়াশ ।। শিয়া শারির নম পক্ষরাজ যায় । শিবের কাননপথে দেখিবারে পায় ।। অতি মনোহর স্থানে নানা লতা আছে । ফলপুস্প মনোহর নানাবিধ গাছে । শিবের বিহার স্থান দেখিতে সুন্দর । কতপক্ষ বিহরিছে কানন ভিতর । দেখিল অমরাফল ফলিয়াছে তায় । দেবের দুর্লভ সে মনুষ্য নাহি পায় । খাইলে বিনাসে রোগ শোক হিন হয় । দেবতুল্য রূপ হয় পাপ নাহি রয় ।। সুস্থির যৌবন হয় নাহি রে কখন । জরা লোকে খায় যদি সে পায় যৌবন ।। অকালে নাহিক মরে শিবের আজ্ঞায় । পশু পক্ষ জিব জন্তু সে গাছে না যায় । ভ্রমে যদি পক্ষ ফল করয়ে ভোজন । সহিতে না পারে তেমরে ততক্ষণ । সুরাশুর নর যদি সেই ফল খায় । তখনি যৌবন পায় শিবের আজ্ঞায় ।। সেই বৃক্ষে শুক পক্ষ বসিল তখন । অপূর্ব্ব রহস্য কবি যত্নে বিরচন ।।

শুক বিক্রমাদিত্যকে অমরাফল দান করে ।।

ত্রিপদি । শুক পক্ষ ভাবে মনে; যাব রাজ দরশনে । ...
...(১০)

পাতি লইলে ভিক্ষ হয়। পক্ষজাতি ধননাই, এইফল নিয়া যাই; চঞ্চু মধ্যে করিয়া সঞ্চয়॥ এতবলি ফলনিয়া; ঠোঁটেতে করি উড়িল; উপনিত উজ্জলনগরে। রাজার মহলে আসি; বিক্রমাদিত্যে সম্ভাষ; ফলদিল ভূপতির কর॥ ফলের গুণ যত আছে; কহিল রাজার কাছে; শুনিয়া ভূপতি আনন্দিত। শুকেরে পাইয়া রায়; হরিষে পক্ষ কয়; বসিলেন শুকের সহিত॥ ফলনয়ে নরপতি, দিলযথা ভানুমতি; বিশেষ কহিয়া বিবরণ। রাখেরাণি যতনে; ফল নিয়া সংগোপনে স্নানদান করিল রাজন॥ ভাবিলেন ভানুমতি; পক্ষজাতি ধলমতি; তারে যে বিশ্বাস কিছু নয়। কিফল আনিয়া দিল ভেদ জানিতে হইল; খেলে পাছে ভালমন্দ হয়॥ রাজাফল খাইতে চায়, ভানমতি জানিতায়; ভূপতিরে কহিছে তখন পক্ষেতে আনিল ফল; না চিনি জানি ফলাফল; তথ্য জানি করহ ভোজন॥ রাজা বলে যাহিত; মিথ্যা করহ সংশয়; জানই এনেছে শুক যোর। ভানমতি কহে রায়, তুমি ত পাগলপ্রায়, পক্ষজাতি কিবা বুদ্ধি তার॥ বনে ফল কত মত; আছে অদ্ভুতর, একোনফল অমৃততুলন। কোনফলে কান্তিপুষ্টি কোনফলে ক্ষুধা তৃষ্ণা; কোনফল খাইলে মরণ॥ অতএব জানিতে হয়, সাহসেতে খাওয়া নয়, পরীক্ষিয়ে খাও নরপতি কিছু ফল কাটি রাণি, উঠানে ফেলিল টানি, কাকে খায় হয়ে হৃষ্টমতি॥ মহা তেজস্কর হয়, কাকে তো কি তাহা সয়, তখনি মরিল সেই খানে। রাণি নৃপতিরে বোঝে, আনে ছিল বিষফল, কাক দেখ বিদ্যমানে॥ দেখে রাজা বিস্ময়; শুকপ্রতি ক্রোধ হয়, পাপ পক্ষে মারিবারে চায়। বিষফল

স্তুর্গছিল, আমারে খাইতেছিল, সমোচিত শাস্তি দিব তাহার রাজবৃক্ষে নরপতি; মতিছন্ন হৈল অতি, শুকপক্ষে মারিতে চলিল। ধরিয়া শুকের পায়, একাছাড়ে মারে তায়, প্রাণবাক্যে পুনায় করিল॥ দেখিয়া সকল লোক; পাইল উৎকট শোক; রাজা কিছু বিমন হইল॥ তরনাজিজ্ঞাসিলাম আগে; মারিলাম একেবারে; কভু ভাল উচিত নহিল। ইত্যেকতা শুক কায়, নিন্দুকে রাখিল রায়, অন্তরেবেদনা হৈল অতি। সে শকল যাহা ছিল; তাহা নিয়া ফেলাইল; পাইখানা দ্বারে তানুমাত্র। লোকেতে শুকেতে রায়, হইল মাবরপুত্র, উত্তর করবাক্যেকর। মনেং ভাবে রায়; কেন মারিলাম হায়, বিরচিল শ্রী নন্দকুমার॥

মেতরাণী অজরাফল ভক্ষণকরে॥

পয়ার। শুনহে বৈবেরকর্ম অদ্ভুত কথা॥ সেথা মেতরাণী আছে চাকর রাজার॥ পঞ্চাশ বৎসর বয়ক্রম মুভনার বরনে কজ্জল অতি কুব কদাকার॥ এদিনে ঘইজন অন্দল করিল। মিনিসে মাগিরে কথে রত ইইনা ক্রমে॥ মাগিনারেয়া তাড়ি করে বেটামারে তায়। স্মাদ খেয়ে পতিতার গোসা কর আয়॥ কান্দিতে লাগিল মাগি মরেন জালায়। বলে আজি মরি বসহনে না হিবায়॥ এতবলি রাজপুরে দিল দরশন। অবিরত জল ধারা ভাসে দুনয়ন॥ পাইখানার দ্বারে বসি করিছে রোদন। বিষফল সেইখানে আছিল পতন। দেখিবলে পাইন উষধ মিন রিবার। খাইয়া ত্যজিব প্রাণ নাহিক আর॥ এতবলি ফলনিয়া করিল ভোজন। তৎক্ষণাৎ মেতরাণী পাইল যৌবন॥ বৃদ্ধাবস্থা গেল হৈল শোভাশয়

কন্যা । নিন্দিয়া নিজ্জর নারী রূপে হইল ধন্যা ॥ শরীরের হু
ইল তেজ দেহ তার সমান । সে আপন রূপে জ্ঞান পাইল সন্ধান ।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে সে ভাবিল মনেতে । মৃত্যু নাহি হৈল বিষ করি
য়া ভোজনে ॥ ভাবিতে২ করে গৃহে আগমন । রূপ দেখি বি
স্ময় হইল সর্ব্বজন ॥ এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে চিত্ররূপ প্রায় । দেব
কন্যা আসিতেছে বলে সবে তায় ॥ কেহ বলে রমণী নাহি
ক সংশয় । অন্যের এমন রূপ সম্ভব নাহয় ॥ পরে বস্ত্রে সর্ব্ব
জন বিনয়েতে কয় । কেবা তুমি কোথা যাবে দেহ পরিচয় ॥
শুবকরে মেতরাণী সঙ্কোচিতা ভায় । রাজার মেতরাণী কে
ন এমত আমায় ॥ সবে বলে ছলছাড় দেহ পরিচয় । লক্ষ্মী
সরস্বতি মধ্যে হইবে নিশ্চয় ॥ শুনি জিহ্বা কাটিয়া কহিছে
মেতরাণী । ছিন বাতী হাড়ি কেন কহ হেন বাণী । শুনে সবে
বিস্ময় হইয়া কহে তায় । জন্মাছিলে যুবতিকে করিল তোমা
য় ॥ শুনিয়া হাড়িনী বলে করোনা কৌশল । যা আছি তা আ
ছি আমি ঠাট্টা তো রূপ কর ॥ সবে বলে মিথ্যা নয় দেখহ দর্প
নে । হয় নয় বিচার গো আপন নয়নে ॥ হাড়িনী দর্পনে মুখ
দেখে আপনার । আপনা পাসরে হয়ে আনন্দ অপার ॥ ব
লে বুঝিলাম শুন ইহার কারণ । রাজপুত্রে বিষ ফল করিনু ভ
ক্ষণ ॥ ফলের গুনেতে মোর এরূপ হইল । এত বলি প্রেমান
ন্দে নাচিতে লাগিল ॥ সকলে বিস্ময় হৈল শুনিয়া বচন । পর
ম্পর শুনিলেক বিক্রম রাজন ॥ হাড়িনীকে ডাকাইয়া আনি
ল সভায় রূপ দেখি তার সর্ব্বজন মোহ যায় ॥ জিজ্ঞাসিল
রাজা পূর্ব্বাপর বিবরণ । কহিল হাড়িনী শুনে বিস্ময় রাজন ॥
উথলিল শোকসিন্ধু কান্দে নরনাথ । শুকেরে স্মরিয়া শিরে

করে ভিন্নাঘাত ॥ আপনারে কতসত ধিক দেয় রায়। কিন্ত
কেকরেছি আমি নারীর কথায় ॥ হেন হিতকারী জনে করিনু
বিনাশ। অনর্থ আপন প্রাণে বাঁচিবার আস ॥ বলিতে২ রা
জা হৈল অচেতন। কান্দিছে শুকের সোক ঝরিছে নয়ন॥
গড়াগড়ী যায় রাজা পড়িয়া ধূলায়। ধরে তুলে পাত্রমিত্র গ
েরা বরায়। এইরূপে দিনেক দুদিন গত হয়। পরে শুন
বিশেষ অমারকবি কয়।

॥ রাজা বিক্রমাদিত্যকে সারিকার অভিশাপ ॥ কগাচ

ত্রিপদী। সারীকা সাধ্বী যুবতি বিনাশ হইতে পতি; চ
ঞ্চল হইল তার মন। খাইতে শুইতে অস্থি, প্রাণ কেন্দে উঠে
তার, সদা শুক করিয়া স্মরণ॥ মনেতে ভাবিল সারী; পতি
র বাক্যে নারী, প্রাণ কান্দে কেমন আকস্মাৎ। মোর মনে মোর
এইনয়; নাহি তাহাতে সংশয়, শুকের অকারণ হয়েছে ব্যাঘা
ত॥ ধৈর্য্য নাহি ধরে সতী, ত্বরায় করিল গতী; শুকেরে করি
তে অন্বেশন। নানাবন বেড়াইয়া; নানাস্থান ছাড়াইয়া; উ
দ্ভানেতে দিল দরশন॥ আইল রাজসভায়; যথা বসে সেই
রায়, তারি এক পাশেতে বসিল। চাহীয়া রাজার পানে, সা
রীকা আকুল প্রাণে, শুকের সংবাদ জিজ্ঞাসিল॥ শুনিয়া
সারীর বাণী; সোকে কান্দে নৃপমণি, আর কিছু বলিতে না
পারে। সারীকহে কেন দায়; শুধাই কান্দিছ রায়; স্নেহ২
কহতে আমারে॥ কিসের শোক হয়েছে তব, এত কান্দ অসম্ভব
কহ রাজা শুনী তব কাছে। বল২ নরপতী; অভাগী জনের প
তী: শুক তো আমার ভাল আছে। সেই পতী প্রাণধন; সেবা

কে আমার মত, অন্যজনে নাহি দেখ নয়নে। তারশুনে শুকী
ভাষে, অধোমুখী মনার পাশে, হাসি সাপি তাহার চরণে। এ
ইরূপ নারীবলে, তামসরাজ্য অশ্রুজলে, বলাইকেনা পারে কা
লুআয়। সেই বলাই কর মুখ ঢেন কৈফেলবরে, ধারের কথে
লইয়ায়। সারিগো কীকর শ্যার, সম্বাদ আজ্ঞাস তার, ব
লাতে আপনা কান্দে মর। শুকেরে তোমারস্বামী, নাবুঝে
মেরেছি আমি, যেরূপ কহিল ব্যক্তকরী। কীকরে ছিন্ন ও
ধারী, বলায়াপাতুল সারী, লুটপুট হইল ধরায়। দেখীয়ানা
রীকে ভরে, নভাস্থ বিস্ময় ঘরে, হাতেকরা উঠাইলেন রায়॥
আইকা চেতনপায়, কান্দিরে লেহায়রে, প্রাণনাথেনা দেখার
আর। বিক্রম আদিত্য নাথ? যেচেপা ঠাইনু নাথ, কমফল
ঘটিল আমার। শুকবিনে সারিকার: নাহিস্থান দাণ্ডাবার
কীকশ্ম করীলা নরপতী। দাণ্ডাইবার স্থান নাই: আরযে এ
মন নাই: সেইছিলঅভাগার গতি। সায়াকান্দ বীনাইয়া,
কান্দে ভূপতী শুনায়া: রতন প্রণে কান্দাইছেন শোকে। শু
কীর রোদন ছলা ন্দ: প্রাণ গলীয়াকান্দে: কাঃকরারে কা
ন্দে সর্বলোকে॥ ধিককিরা বধাতারে? বাবেচনা নাহাআ
রে: পায় শুভ সাধ রমোণন। যেন যাবে উপকার: উপকা
রাসনেতার; সঙ্গকরা করাসংঘটন। পুঃনরলোগধে রোস
তোমার নাহিক দোষ: কালেরসভাববটে এই। উপকার ক
রবারে: কভুনাকী মনে তারে: প্রাণদাণ্ড প্রদ্ধায়ে সেই। র
জিকের মতি: কান্দাইয়া অস্তাব অতী: কে পেশাওয়ারীয়া ভু
পে কয়। যেমন ক ন্দ ানীমোরে: তেমনী কান্দীাও তোরে
যেন ক্রমানলা হুনে হয়॥ লইয়া শুকের নাম: সারিকা ন্দে

কবীরাম: সুনয়নে বহে বারাধার। ভনে শ্রী নন্দকুমার: লো
কে লাগে চমৎকার: পতীব্রতা দেখি সারিকার ॥

অথ কমলিনী উপাখ্যান ॥

পয়ার ॥ এইরূপ ভূপতীরে কহিয়া তখন। শুকের শোকে
তে শারি ত্যজিল জিবন। হাহাকার করি লোক করে
ক্রন্দন। দেখিয়া শারীর কর্ম বিস্ময় রাজন। ভানুমতী শুনিয়া
অধৈর্য্য হৈয়া কান্দে। শারি পা বিষম শোক কেন না হইবে
নে। শারি দেহ ভৈল ভাজি শুকদেহ সনে। রাখিল বিক্র
মাদিত্য অতী যতনে। শোক ত্যজি নরপতি কৈল যে ব্য
ভার। ব্রাহ্মন ভোজন করাইল পূজ্যা। কিছু দিন গত হই
ল এরূপে রাজার। একদিন মনে কৈল কথা সারি কার। শা
রি কহিয়াছিল মোরে শুকের মরনি। কমলিনী জন্যে রাজা ক
ন্দিরে আপনি। কিবা রূপে কমলিনী থাকে কোন ঠাঞি।
তার সঙ্গে কথা কর আবশ্য কচাই। পাত্র মিত্র মন্ত্রি আর রত্ত
নগন সনে। মন্ত্রনা করেছে রাজা দেখিবে কেমনে। হইবে শুন্দ
রি কন্যা ভাবে বুঝা যায়। নহিলে শারিকা কেন কহিল আমা
য়। সন্ধান করহ কোন দেশে সেহ ধনি। ইহা ভাবি কিবা কেবা জা
নে কন জনি। রাজ আজ্ঞা পাইয়া সবে অন্বেসনে যায়। কোন স্থা
নে কোন কিছু সন্ধান না পায়॥ রাজারে আসিয়া সবে করে নি
বেদন। কোন স্থানে নাহি পাওয়া যায় অন্বেসন। শুনি
য়া ভূপতি অতি হইল ভাবিত। চিন্তায় চঞ্চল রাজ্যে হইলা নি
দ্রিত। স্বপনে দেখিয়া রাজা বিসায় শানে। কমলিনী আইল
যেন নিজ বিদ্যমানে। দেব কন্যা লাজে রূপে রম্ভাতি লোত্ত
মা ভড়িত জড়িত স্থির উর্বসি কিন্নরী মেনকা: ঘৃতাচি

অম্বুকক্ষী সাধ্যবতি। সোণার পালঙ্কে তারা আছে অহল্যা সুন্দ
রি। হেঁচকি হাসীয়া ধনী আসিয়া বসিল। কাম ভাবে যেন স্ব
সিরমণ ইছিল। তাহা দেখি নরপতি আহ্লাদিত অতি। স্বপন
জ্ঞান আনন্দে মাতি। আলিঙ্গন করিবারে ভূপতির
মন। কমলিনি করদ্বয় করিল ধারন। মুখ বাড়াইয়া যায় চুম্বি
তে বদনে। হেনকালে বিদ্যা ভাঙ্গে দৈবের ঘটনে। কোথা ক
মলিনী কোথার কোথা বা সদন। স্বর্গ হৈতে যেন হৈল অমাত্যে
নিপতন। অমনি আকুল রাজা চিত্ত স্থির নয়। সুখসিন্ধু জ
লে যেন দুঃখ চন্দ্রোদয়। বিরহ হইল অতি স্থির নহে মন। কো
থা গেল প্রিয়া বলি কান্দে নরাজন। স্বপনেতে দেখা দি
য়া লয়ে গেল প্রাণ। কান্দয়ে ভূপতি দুঃখ নহে সমাধান॥
কর ঘাত করে শিরে টেনে ছেঁড়ে চুল। বক্ষে চাপড় মারে রাজা হৈ
য়া আকুল। কান্দিয়া ফুলিল চক্ষু বহে অশ্রুধার। তবু নহে
নিবারন বাড়ে অনিবার। প্রভাত হইল নিশী উঠিল রাজ
ন। নাহি মুখে বদনে জল করিছে রোদন। হায় কমলিনি বলি
কান্দে উভরায়। প্রকৃতি হইল রাজা পাগলের প্রায়। অন্য ক
থা নাহি মুখে কমলিনী বিনে। সদা কহে প্রিয়ারে পাব কত
দিনে। বুঝায় সকলে আর যত বন্ধুগন। নাহি শুনে রাজা সু
খ করয়ে রোদন। কহে সবে এরূপ দেখিয়া নরনাথে। অ
ভিশাপ পাইয়া ফলিল হেতু তেঁহ নিরস্ত হইল কবে তাবি
স্থা সনে। কমলিনীর অন্বেষণে গমন রাজার। ছাড়িয়া নগর
বনে করিল প্রবেশ। শ্রীনন্দ কুমার কহে শুনহ বিশেষ॥

রাজা কমলিনীর উদ্দেশ পান॥

পয়ার॥ বনে২ ভ্রমে রাজা করিয়া রোদন। কোথা প্রাণ ক

লিনী দেহদরশন । নাহিভয় অনুরাগে ভুমিয়াবেড়ায় । যা
হারে সম্মুখে দেখে তাহারে সুধায় এই রূপে বৎসরেক ক
রিয়া২ উপনিত হৈল সমুদ্র ধারে গিয়া । তথা একবট
বৃক্ষতলে বৈসেরায় । কমলিনী কোথা কবে পাব হায়২ ।।
এইরূপে আছে রাজাবীক্রম ঈশ্বর । শুনহ দেবেররঙ্গ হৈল
অতঃপর সেই বৃক্ষ আছে শুক শারির আশ্রয় । দেখীয়াবী
ক্রমাদিত্যে শারিশুকে কয় । ওহে শুক কেবা এই বৃক্ষের ত
লায় ।। বসিয়াকরিছে কারজন্যে হায়২ ।। শুকবলে ইহার
বিস্তরকথাআছে । কতবাকহিব সারিআমি তোরকাছে ।।
বিক্রম আদিত্য ওই বিশ্বাসঘাতকি । উহারসমাননাই সং
সারেপাতকি ।। উপকার করেযে তাহারেনাহিমানে । উপ
কারী শুকপক্ষে মেরেছে পরাণে ।। অনুতাপে সারিমরে
দিয়ে অভিশাপ । তেঞি কমলিনীজন্যে পায়মনোস্তাপ ।।
পরমহিতৈসি পক্ষে করিয়ানিধন । বৎসরেক সেইপাপেক
রিছে ভ্রমণ ।। কিন্তুওর দোষনাই স্ত্রীরবুদ্ধেবস । হিতকারি
শুকেমারিরা টলজস ।। বুদ্ধিহিন ভুপতির বিবেচনা নাই
সুনিতো বুঝাতেপারি আমিযদিপাই ।। কিন্তুওর ব্যভারদে
খিয়াভয় হয় । কথনরাজার সঙ্গে থাকামত নয় । শুনিয়াক
হিছে সারি যাওবানাযাও । কমলিনী উদ্দেশ উহারে ব
লেদেও ।। শুকবলে সেবড় বিষম কথা নারি । যেকষ্ট সাধ
নেকিছু সক্তিচাইভারি ।। এইসমুদ্রেরপার সালমুলদ্বিপ
তাহাতেকঙ্কালপুরে কেলানরাধিপ ।। কমলিনী নামেতে
তনয়াআছে তার । রূপেতেদেবকন্যাতুল্যনাহিহয় যার । তি

লসত হানিতার সমযুক্ত আছে। মানব পুরুষ তার নাহিয়ায়
ক্যাছে॥ ষোড়শবৎসর তার বিবাহ নাহয়। বাড়িবেড়া চা
রিক্রোশে পুরুষ নাহয়॥ হইয়া সাগর পার যেতে যদি পারে
পাইবে কন্যার তত্ত্ব পাওয়া তার তারে॥ এইকথা শুক যদি
সারিরে বলিল। বৃক্ষমনে বসি রাজা সকল শুনিল॥ উড়ে
গেল সারিশুক প্রভাত সময়। সন্ধান পাইয়া রাজা কিছু হর্ষ
হয়॥ মন্ত্রণা করেন মনে সাগরে কি বা ভয়। উদ্দেশ পাইনু কি
ন্তা কল্পিবা নিশ্চয়॥ এতবলি নরপতি চিন্তিত হইল। তাহারে
তালেবে মনে স্মরণ করিল। সুতমাত্রে আসি দ্বরত দিল দরশন
রাজারে কহিছে কেন করিলে স্মরণ। প্রস্তাপর বিস্তারিয়া ক
হিল ভূপতি। সম্প্রতি সাগর পার কর মহামতি॥ হাসিয়া
বেতাল বলে ভয় কি তাহার। কোন কর্ম আছে বল অসাধ্য
আমার। আরোহণ কর মোর পৃষ্ঠের উপর।। চক্ষের নিমিষে
পার করিব হে সাগর। আমরা থাকতে চিন্তা কি আছে তো
মার। এতবলি রাজারে করিল সিন্ধু পার॥ শালমলি দ্বীপে
উপনিত তিনজনে। নবকাব্য শ্রী নন্দকুমার কবি ভনে॥

রাজার কঙ্কালপুর প্রবেশ॥

ত্রিপদিছন্দ। বেতালে কহে রাজন: শুনরাজ দরশন; এক
কর্ম করহ এখন। তুমি অশ্বরূপ ধর, আমারে সওয়ার কর
তবে কার্য্য হয় সুসাধন॥ শুনে রাজার বচন; অশ্ব হৈল তত
ক্ষণ; তাল হৈল সহিত তাহার। ঘোড়া অতি ভয়ঙ্কর, অস
ম্ভব কলেবর, আশিহাত উচ্চ পিঠ যার॥ ঈশ্বর সওরিয়া রায়
সওয়ার হইল তায়, কঙ্কাল পুরেতে প্রবেশিল। দেখে অতি
অসম্ভব; ভীত লোকজন সব; রাজার নিকটে রাজা ছিল॥

অদ্ভুত শুনরাজন; দেখেসসঙ্কিত মন; অশ্ব কত আইল এ
ক্ষণ। হেন ঘোড়া কোনঠাই, জন্মাবধি দেখিনাই; পথের
করিছে ভ্রমন। কিবা তার অভিপ্রায়া বুঝিতে নাপারা যায়
কেবা সেই দিপ্তমান কায়। শুনিয়া অদ্ভুত বানি, চমকিত ভূ
ভূপাণি; দেখিতে ধাইল কেলিরায়। যথায় উচ্চৈশ্রবা পতী; অ
প্রায় করিল গতি, ঘোড়া দেখি হইল বিস্ময়। নিকটে ডাকি
য়া তায়ঃ জিজ্ঞাসে কন্দলরায়; কেবা তুমি দেহ পরিচয়॥
শুনি তোমার গমনঃ দেখিতে এনু এখন; তবপর ও অদ্ভুত ভতা
কার। অনুভাব অনুভবে; বুঝিনু দেবতা হবে, একি ঘোড়া
চড়ে সাধ্য কার॥ শুবকরে কেলিরায়, বিক্রম কহিছে তায়
দেবতা নাহই মহাশয়। জম্বুদ্বীপে মমধামঃ বিক্রম আদি
ত্য নাম; এদ্বিপে আমার বাস নয়॥ মৃগয়া করিতে বনেঃ
এসেছি সৈন্যের সনে, দৈবের ঘটন শুন রায়। ঘোড়ার পৃষ্ঠে
তে ভর, পার হইনু সাগর; তেই আগমন হে হেথায়। এখা
নে রহিব আমি; শুন হে কন্দলস্বামি; চাকরি করিতে অ
ভিলাষ। তুমি রাজা পুণ্যবান, দ্বীপান্তরে অধিষ্ঠান; কর মো
রে কিঞ্চিৎ আশ্বাস॥ শুনি কেলিরায় কয়; এতবড় ভাল ন
য়; কোন কর্ম্ম করিবে আমার। বিক্রম আদিত্য কয়; কহি
বহে মহাশয়; যে কর্ম্ম অসাধ্য হবে কার। শুনি রাজা পুরিস্না
য়; সমাদরে নিয়ে যায় বাস দিয়ে রাখিল তাহারে॥ কত দি
ন গত হয়; ভূপতি তথায় রয়, নিজকার্য্য সাধিতে নাপারে
রাজা ভাবে মনে মন; যার জন্যে আগমনঃ তাহার কিছুই হৈ
ল নাই। মিছে কাযে গৌন হয়ঃ এতবড় ভাল নয়ঃ স্বকার্য্যে
তৎপর হওয়া চাই॥ বুঝি হই অনুরাগেঃ মানস্নান হই

আগেঃ রাজার নিকটেকরিছল। আশ্চর্য্য দেখিবেপায়ঃ বা
ধ্য হবে নৃপবরঃ তাবৎকার্য্য হইবে সকল ॥ বেতালে ডাকি
য়া বলেঃ ব্যাঘ্র হয়ে ঝম্ভ হলেঃ নগরেরলোকেরে দেহভয়। শুনি
য়া বেতাল তাহঃ ব্যাঘ্র হইল করাদঃ তেমনবিতিয় নাহি
হয় ॥ নগরে উৎপাতকরেঃ ডাকছাড়ে ভয়ঙ্করেঃ পথের ক
রয়ে ভ্রমণ ॥ সর্ব্বলোকে ভয়পায়ঃ সেপথ ছাড়িয়াযায়, পু
ন বাঘ দেখিলভীষণ ॥ সকলে পাইলভয়ঃ পুরবাসী নাহি
হয় বাঘে ও মারিতেনা হপারে। সর্ব্বকার্য্যে হয়হানিঃ সবে
মনে অনুমানিঃ সবেগিয়া জানায়রাজারে ॥ শুনিয়াভূপতি
অতিঃ হইলেন ক্রোধমতিঃ বাঘমারি আনিতে সত্বর। সে
নাসাজাইয়ারঙ্গেঃ আপনি চলিলসঙ্গেঃ করেতে লইয়াধনু
স্বর ॥ সেনাযায় লক্ষেলক্ষেঃ পদভরে ধরাকম্পেঃ ঘন২ ছা
ড়ে হুহুঙ্কার। তুরঙ্গমাতঙ্গকতঃ ঢালপাকসতত২ঃ তিরেন্দা
জ হাজারে হাজার ॥ হেনকালে দুইভাগেঃ দেখিলেক দুই
বাঘে; আগমন করে ভয়ঙ্কর। চারিদিগে সেনাগণ; ঘেরে
লীয়াততক্ষণ; মারিতে লাগিল তদন্তর ॥ দুইব্যাঘ্র অদ্ভু
ব, কল ঙ্গ এড়ায়সব; বিক্ষু কপিতরেতে আয়াস। ব্যাঘ্র ব
পি শিবচর, তিলেক নাহিকডর; ভুর্জ্জ টিতে সবেপায় ত্রাস
কোপেতে সাদ্দূলতবে; নখদন্তাঘাতে সবে; ব্যাতিব্যস্ত ক
রিল তখন। কেমারিতে পারেতায়; ভয়পায়ে কেলিরায়
সৈন্যসহ করেপলায়ন ॥ চিন্তাযুক্ত কেলিরায়, তখন শরন
হয়, বিক্রমাদিত্যের কথাতার। ডাকাইয়া আনিতায়; পা
ঠাইয়াদিল রায়; দুইব্যাঘ্রে করিতেসংহার ॥ ভূপতিরআ
জ্ঞাপায়, বিক্রম আদিত্য যায়; একাকী নাহীকসঙ্গে আর

সকলে কহিছে তবেঃ এবমস্তু । আজি হবেঃ বিরচিল শ্রী নন্দকুমার ॥

রাজা বিক্রমাদিত্য ব্যাঘ্র ধরীয়া রাজসভায় আনয়

পয়ার । উপনিত বীক্রম আদিত্য নরপতি । যথায় বেতাল তাল করয়ে বসতী ॥ ব্যাঘ্র রূপে ভূপতীর নিকটে আইল । দুই করে দুই বাঘে বীক্রম ধরীল ॥ ব্যাঘ্র সহ কেলিরাজনীকটেতে যায় । উপনীত হৈল গায় রাজার সভায় ॥ কী সয়ত পতী আর যতসভাজন । সবে বলে কর্ম্ম এর অসাধ্য সাধন ॥ মনুষ্য নাহয় এই দেবতা নিশ্চয় । করীন অন্ত তর্কায়া নহে সাধ্য নয় ॥ প্রসংসিয়া সর্ব্বজন ধন্য২ কয় । পুরস্কার করী রাজা বসায় আদরে ॥ দেবতা বলীয়া মান্য মান করে অতী । পুলকিত হয় তাতে বীক্রম ভূপতি ॥ পরে এক কাল তাল বেতাল দুজন । হইল বীকটাকার ঘোর দরশন ॥ আকাশ পাতাল কায় লম্বা লম্বা হাত ॥ বিপরীত মাথা ডাক ডাকে বজ্রাঘাত ॥ কালসম দশন রসনা অন্দোলিত । নয়ন অপের পায় উদর লম্বিত ॥ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ কেশনাহি মাথে । নগরের গৃহদ্বার ভাঙ্গে দুই হাতে ॥ সকলে পাইয়া ত্রাস করে পলায়ন । শুনিয়া ভুপতি অতি সচিন্তিত মন ॥ এবার বিষমদায় কিহবে উপায় । ইহাহৈতে নিস্তার কে করিবে আমায় ॥ এ আপদ হৈতে যে করিবে পরিত্রাণ । জেবা চাবে তাই দিব নাকরব আন । শুনিয়া বিক্রমাদিত্য উঠিল তখন ॥ বেতাল নিকটে আসি দিল দরশন ॥ করেতে ধরিয়া তাল বেতাল ভূপতি । কেলিরাজ নিকটে আইল শীঘ্রগতি ॥ সকলে বিস্ময় [illegible]

সবকহ্য এনয় । কার সাধ্য করে ইহা নরপতিকয় ॥ অতিশয়
মানবৃদ্ধি হইল রাজার । দেবতনয়া হৈল রায় মান্য সবাকা
র ॥ কেন্দ্রিয়া কহলে বাণী শুনহ বচন । যা চিত্ত কর হ যাহা
হিব এইক্ষণ ॥ শুনিয়া বিক্রমাদিত্য মাগিলেন তবে । তো
মার তনয়া দান মোরে দিতে হবে ॥ নত্তকা সামান্য ধনে
নাহি পুরোক্ষয় আমা । তব কন্যা আসে শুনহ রাজন ॥ শু
নিয়া ভূপতি কন এবে কথা ভারি । বিবাহের যোগ্য বটে দি
তে নাহি পারি ॥ পুরুষের মুখ কন্যা না দেখে নয়নে । আ
সিতে নাহি পারি তাহার সদনে ॥ একখানি পুরী আ
মি দিয়াছি কন্যায় । স্ত্রীলোক বর্তা তথা নাহি পুরুষ তাহায়
কন্যার মহলেন মাঝে নারীতে বেষ্টিত । স্ত্রীলোক পরিচারি
কা স্ত্রীলোকে সেবিত ॥ রাজকন্যা করে নারী পাত্র মন্ত্রী নারী
নগরেতে কোটাল করে নারী ভারধারি ॥ আমার নাহিক
সাধ্য বিভা দিতে তার । শুনিয়া বিক্রমাদিত্য বলে আরবা
র ॥ ছলে কহে সারে রাজা বিবাহের কায । পশ্চাৎ যাহার
তা বুঝিব মহারাজ ॥ কেলি নরপতি শুনি এতেক বচন । প
ত্র পাঠাইয়া দিল কন্যার সদন ॥ লিখিয়াছে বিবাহের কা
ল হইয়াছে । তব যোগ্য পাত্র আনি রাখিয়াছি কাছে ॥ সে
মন মনুষ্য নয় দেবতা অনুমান । আন নাতিক করি আসিয়া হৈল বাক
দান ॥ পত্র পাঠ করি কন্যা উত্তর লিখিল । তখনি সে পত্রে
র প্রত্যুত্তর লিখে দিল ॥ কেন পিতা উদ্যোগ কর অকারণ ।
ম্য কারে বিভা আনি শুনহ বচন ॥ শাস্ত্রে আনি রাজারে ক
রিণ জন্মপণ্য পত্র পাড়ি রাজা পুনঃ কারিকা লিখনী ॥ যদি
মো বিবাহ মাত্র না হবে তোমার । তবে যে হইবে মোর ন

দুঃখ আমার ॥ লৌকিক বিরুদ্ধ হবে অখ্যাতি অপার। ক
ন্যা হয়ে করিলে এই কলঙ্ক পিতার। এইরূপে পত্র লিখি পু
র পাঠাইল। পত্রপাঠ করি কন্যা মনে বিচারিল ॥ বিবাহ
না করি যদি অখ্যাতি পিতার। বিবাহ করিলে পরে ক্ষতি
কি আমার ॥ না করিব স্পর্শ না করিব আলাপন। নাম
মাত্র বিবাহ কলঙ্ক নিবারণ ॥ পত্র লিখি পাঠাইল আপন
পিতারে। বিবাহ করিব কিন্তু না ছুইব তারে ॥ কাছে না রা
খিব না করিব আলাপন। ইহা যদি হয় বিভা করিব এখন।
পত্র পাঠ করি রাজা বিক্রমেরে কয়। বিক্রম কহিবে আমি বি
ভা যদি হয় ॥ শুনি রাজা আনন্দিত হৈল অতি মনে ॥ বি
বাহ উদযোগ দ্বিজ কবিরত্ন ভনে ॥

কমলিনী বিবাহ ও রাজা বিক্রমাদিত্যের দন্য।

পয়ার ॥ পরদিন নরপতি অতি সমাদরে। বিক্রমাদিত্যে
রে কমলিনী দান করে ॥ দাসীদ্বারা বরমাল্য বদল করিল
বিক্রমাদিত্যেরে কন্যা চেয়ে না দেখিল ॥ আপন মহলে
গিয়া কমলিনী রয়। বিক্রমাদিত্য রহে রাজার আলয় ॥
কিছু দিন এইরূপে গত হৈয়া যায়। কন্যা না আলাপ করে
তারে নররায়। কিরূপে কন্যার সনে হইবে মিলন ॥ সেতো
নাহি মোর সঙ্গে করে আলাপন। ভাবিতে২ রাজা হইল
বিশীর্ণ। মনসাজ শরে জরা হৃদয় বিদীর্ণ ॥ উপায় না পা
য় রাজা করিব কেমন। কিরূপে কন্যার সঙ্গে হবে দরশন ॥
একদিন নরপতি ভূপতীরে কয়। কন্যার গাঁথে বাসকে
হ মহাশয় ॥ শুনি কেনি রাজা কয় হটাৎ কাঁরে মারি। ক
ন্যা অনুমতী হৈলে তবে দিতে পারি ॥ বিক্রম আদিত্য

বলে। সম্বাদ পাঠাও। বুঝাইয়ারাজা তার অনজ্ঞা আনাও
শুনী। কেলীরাজা তবে লোক পাঠাইল। শুনি কমলিনী।অ-
নুমতী নাহিদোন। পুঃন কেলিরাজ পত্র কহিয়া লিখন। পা
ঠাইয়াছিল তথা দূত একজন॥ লিখিছে তাহাতে পাঠ ক
রিয়া বিনয়। বিবাহ কারলে পতি তাজ্য নাহিহয়॥ গ্রামে
বাস করে যদি সুখী সেই হয়। ইহাতেত তোমার পণের ক্ষ
তী নয়॥ অনোচিত ব্যবহার না করিহ আর। লোকেতে যে
রটাইবে অখ্যাতী অপার॥ ছিছিমাতা হেনকথা কওয়া
মতনয়। পতীহলে মহাগুরু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ এইরূপ ভৎ
সিয়া লিখেছে কতভায়। অনুমতী দীল কন্যা পাইয়া ল
জ্জায়॥ দূত আসি রাজারে কহীল সমুদায়। [illegible] নে রাজা
সেইগ্রামে রাখে জামাতার॥ কিছু দিন গেল কন্যা সস্ত্রা
ধনা করে। পরম চিন্তিত রাজা হইল অন্তরে॥ কমলিনীদা
সী গিয়া পুত্র্যহ রাজায়। ছলক্রমে আসিয়া সকলে দেখে
যায়॥ রূপদেখি বিমোহিত পরস্পর কয়। ঠাকুর জামাই কি
তু মনুষ্য নাহয়। এমন সুন্দর কভু না দেখি নয়নে। এরূপ
দেখিলে কাম কামিনীর মনে॥ এহেন পুরুষ পতী যেনারী
র হয়। আলাপনে অনঙ্গ সাগরে সুখোদয়॥ ঠাকুরঝির বি
বেচনা কেমনবাজানো। না দেখিল নয়নে এমন রূপ খানি
কিরূপে কিহই মোরা বুঝিতে নাপারী। দেব কন্যা ইহা ক
রে হেতে এরনারী। পাইয়া এমত পতী অবহেলা করে।
ইহারে দেখিয়া কতনারী ঝুরেমরে॥ দেখদেখি মন্ত্রণা ক
রিয়া সর্ব্বজন। ঠাকুরঝির সঙ্গে এর করাহ মিলন॥ এইরূ
পে পরস্পর বলে সখীগণ। জামাইর ব্যবহারে সুদুঃখিত

য়র ॥ একদিন দাসীগণ জনা রাকেকয়। এক কথা কবাকিন্তু কৈতে করিভয়। শুনি কমলিনী কহেকহ কি বিষয়। দাসী বলে বলি যদি করহ অভয়॥ কন্যা কহে কহ ভয় নাহিক এমন। করিব শ্রবণ ভাল কথা সে কেমন॥ আজ্ঞা পাইয়া দাসীগণ কহিছে তখন। নুতন কবিতা কবিরত্ন বিরচন॥

রাজকন্যা প্রতী দাসীর উক্তি ॥

লঘুত্রিপদী ॥ পুলক হৃদয়; দাসীগণকয়; শুনগো নৃপ কুমারী॥ তোমাসনে যার, বিভা হৈলতার, রূপ বর্ণিতে না পারি॥ কিবা রূপঠাম, অতি অনুপাম, লাবণ্য নবীন তায়। ফুলশরাশন, নাহর তেমন; আছে শিবের অমায়॥ ফুল্ল শতদল, বদন কমল, জটা জন্তুসাবৃত। শোভাসমস্তল, দেখিয়া আস্থল, মধুপ জাল্লা ধিককৃত॥ ভ্রুযুগ রঞ্জন, নয়ন খঞ্জন, নাসায় খগেশলাজে। ওষ্ঠকিশে ভয়, তনুশ্মশ্রু ময়ই তাহে কিবা গোঁফসাজে॥ দেখিয়া সেরূপ, বাড়ে কামরূপ, তেমন নাহিক আর। আমাদের জ্ঞান, হেন অনুমান; দেবতা হইবে সার। শুনিয়া যুবতী নাহয় সম্মতি, মথ ফিরাইয়া রয়॥ বলে সখীগণে? ঘূর্ণিতলোচনে; নাকহিও পুনশ্চয়॥ শুনি দাসীগণে, বিনয় বচনে, কহিছে তখন তায়। শুনগো বিশেষ; এতকেন দ্বেষ; পতি বরিয়াছ যায়॥ নাকর স্পর্শন; নাকর দর্শন; নাহিকর আলাপন। শুনে তার কথা, মনে পাও ব্যথা, কিদোষ তার এমন॥ দাসীগণ যত, রংগে কহে কত, নিরুত্তর ধনীতায়। লজ্জা হয় মনেঃ দাসীর কথনে; আপনার ঘরেযায়॥ পরে দাসীগণ; করিলগ

মন, তথা বিক্রম রাজন। ঠান্দের জামাই; বলিয়া সবাই, ক রিলেই সম্ভাষণ॥ রূপের লহরী, সকলে সুন্দরী, দেখিয়া বিক্রমরায়; । সম্মুখে ভূপতি. সমাদরে অতি, নারী গণেরে বসায়। মধুরবচনে; যত দাসীগণে, জিজ্ঞাসে নরপতি। কে তোমরা হও; কোন স্থানে র ও; কিহেতু সবারগতী॥ দাসী গণকয়; শুন মহাশয়; এইগ্রামে মোরারই। কমলিনী যিনি নৃপতি নন্দিনী; তাঁর দাসী মোরাহই॥ কমলিনী নাম, শু নিগুণধাম; শিহরি উঠে অমনি। রোমাঞ্চিত হয়, অনঙ্গ উদয়; আপনায় ভুলে আপনি॥ দাসীগণ বলে, রাজারে কৌশলে; তুমি কমলিনী পতি। দেখিতে তোমায়, আইনু হেথায়; মোরা যতেক যুবতী॥ শুনে রাজাকয়; মোর ভাগ্য দয়;তোমরা যেকর মনে। দেখ দশা। মোর; দুঃখে বাহিওর কমলিনীর বিহনে॥ যদী উপকার, কর হ আমার; তোমরা তবেত পাই। আছি এ আশায়; বারী পাঁপাশায়; অন্যপা য় আর নাই॥ শুনে দাসীগণ; হাসেছে তখন, কেনকর তুমি ভয়। মিলায়েতাহারে, দিবহে তোমারে, শ্রীনন্দকুমারকয়॥

রাজার কমলিনী পুরী নিকটে বাস॥

পয়ার॥ দাসীগণ আদুমন দেখিয়া রাজায়। আলিঙ্গন দে য় হেন অভিলাষ প্রায়॥ সহসা নারিকাপারে লজ্জাহয় ম নে। আপনা আপনি সবে কোলের বসনে॥ সবার সমান ভাব ডবে জায় আঁখি। পুশাবের ছলে কতজন দেয় ফাঁকি রাজাকে কহিছে শুন ঠান্দের জামাই। পুরীরনিকটে বাসা দি ব চল যাই॥ শুনি পুলকিত হয়্যা বিক্রমরাজন। ত্বরায় দাসী র সঙ্গে করিলা গমন॥ আনন্দিত চিত্তে দাসীগণ গিয়ে তা

য়। কন্যার বাটীর কাছে বাসাদিয়া যায় ॥ কন্যার নিকটে
কার্য্য কথা গিয়া কহে। কন্যারে নাহিক কহে পুলক অন্তরে
প্রত্যাবধি রাজারে আসিয়া দাসীগণ। নানামত কাম ক
থা করে আলাপন ॥ করয়ে রাজার সেবা সবে যথোচিত। র
ঙ্গ ভঙ্গ করে কত রসে পুলকীত ॥ কেহ স্তুপভোর গণ্ডে করয়ে
চুম্বন উলঙ্গ করিয়া বস্ত্র লয় কোন জন। কেহ জড়াইয়া ধরে
স্তনঠেকে গায়। কেহ গোঁফে চিমিটী কাটে ব্যস্ত ব্যস্ত রা
য় ॥ কেহ লজ্জা নাহি করে বিবসনা গাত্র। ঠাকুর জামাই
হল আমাআর পাত্র ॥ কমলিনী প্রসঙ্গে ভূপতী ভবে কয়।
কহ দাসীগণ এক জিজ্ঞাসি বিষয় ॥ কমলিনী তোমাদের
ঠাকুরাণী যিনি। কতক্ষণে আমারে দিবেন আর তিনি ॥ জ্ঞান
হয় আমার এস্বরূপ বচন। আছে কেহ কুমারীর গোপনীয়
জন ॥ নতুবা এমন কেন হবে ব্যবহার। পতি প্রতি তিলেক
নাহীক স্নেহ তার ॥ শুনে দাসীগণ বলে শুন নরপতি। ক
হিব সকল মোরা স্বরূপ ভারতী ॥ পুরুষের সনে দেখা কদা
চনা হয়। একাকিনী মহলের মধ্যে ঘরে রয় ॥ চারি পাশে
থাকি মোরা দিবস রজনী। পুরুষ আসিতে নাহি দেখি শুণ
মণি ॥ মিথ্যা নাহি কহি রাজা কহিনু যা জানি। এর সেবা না
হি জানি শুন দণ্ডপাণী ॥ পরে স্নান ভোজন করিল নররায়।
সুস্থ করী ভুপতারে দাসীগণ যায় ॥ সেদিন হইল গত এক
প প্রকারে। কুমারী কারণ চিন্তা বাড়িল রাজারে। বেতাল
ডাকিয়া রাজা কহিতে লাগিল। কি করি উপায় বড় প্রমাদ
ঘটীল ॥ কেন মোর প্রতি কন্যা নাহি করে মন। জান দেখি
বেতাল ইহার বিবরণ। সন্ধানে থাকিবে সদা কাছে২ তার ॥

তুষ্ট হয়ে। আমারে আসি করে ব্যবহার ॥ এইরূপ বেতালে রে ভূপতী কহিল। দিবা অবসানে নিশি প্রবেশ হইল ॥ বেতাল চলিল তবে কন্যার মহলে। দেখে সখী সঙ্গে আছে অতি কুতূহলে ॥ হাস্য পরিহাস্য করে সরসে কামিনী। প্রবেশ হইল এক প্রহর যামিনী ॥ ত্বরান্বিতা কমলিনী হইল তখন। নানামত দিব্য আহারের আয়োজন ॥ আপনি সহস্তে দ্রব্য লয়ে সেসকল। একাকিনী চলে ধনী রসেতে অমল ॥ দাসীগণ সম্পর্ক নাকার সঙ্গেকরে। শিঁড়বয়ে উপনীত তেতালার ঘরে ॥ পশ্চাতে বেতাল যায় দেখিতে না পায়। ঘরের মধ্যেতে গিয়া বেতাল সান্ধায় ॥ বায়ুরূপী সিদ্ধ দূত শঙ্করের অংশ ॥ বিরচিল শ্রীনন্দকুমার বন্দ্যবংশ।

বেতাল মুখে রাজা কমলিনীর তত্ত্ব পান ॥

প্রথম রাত্রি বিলাস ॥

ত্রিপদী ॥ কমলিনী সযতনে, অতি হরষিত মনে, দ্রব্য সব রাখে সাজাইয়া। খাদ্যদ্রব্য সুধাতুল, নানাজাতি ফলমূল, রাখে পুষ্পচন্দন ঘষিয়া ॥ ডাগর আসন পাতে নানাবিধ রূপ তাতে; দেখিয়া বেতাল ভাবেমনে। দেবতা অর্চনা করে; বুঝিধনা এইঘরে; সঙ্গোপন তাহার কারণে ॥ এসেছিতো দেখি পরে, শেষে বা কিরূপ করে, বলিতে এ হইবে রাজার। এতেক ভাবি অন্তরে, রহিলবসিয়া ঘরে; কমলিনী নাহি দেখে তায় ॥ বিলম্ব কিঞ্চিৎ পরে; তথা আগমনকরে, চিত্ররথ গন্ধর্ব রাজন। শুন্য ভরে এসে যায়; কেহনা দেখিতে পায়, দ্বারে আসি ডাকিছে তখন ॥ ডাক শুনি ব্যস্ত অতি, কমলিনী শায়গতী দ্বার খুলে পুলকিত অঙ্গ। দেখি গন্ধর্ব

ভূপাল; মনে ভাবিছে বেতাল, ভাল দেখে যাই এইরঙ্গ ॥
কমলিনী গদ২ আপনি ধোয়ায় পদ অতিশয় ভালবাসে
তায়। ঘনস্মর হানেশর, বসে পুরে কলেবর, আনন্দেতে আ
থি ডুবেযায়। আসনে বসায়ে তায়, চন্দন মাথায় গায়,
সহস্তেতে চামর ঢুলায়। গন্ধপুষ্প যতছিল: সাধপুরেপরা
ইল দব্য আদি সকল খাওয়ায়॥ তাম্বুল যোগায় মুখে:
পালঙ্কে শুইল সুখে: কাম নাহি ধৈর্য্য হয় আর। সুরত আ
রম্ভ করে: চচুম্বিত গণ্ডাধরে: ছন্দবন্দ অষ্টম প্রকার ॥ দে
খিয়া বেতাল কয়: হন্দমন্দ এইকয়: আর কিবা করিব হে
থায়। রাজার নিকটে যাই: বৃত্তান্ত সব শুনাই: ভাবিয়া বে
তাল ভবেযায়॥ যথায় ভূপতী আছে: উপনীত তার কাছে
হাসিতে২ সিদ্ধদুত। সম্বোধিয়া নরীপাল: কহিছে তবে
বেতাল: শুনরাজা রঙ্গ অদ্ভুত॥ কমলিনী দেখিলাম: তত্ত্ব
সব জানিলাম: শুনরাজা বীক্রম ভূপতী। আদ্য অন্ত যে বি
ষয়: বেতাল সকলি কয়: শুনেরাজা সবিস্ময় অতি॥ বেতা
ল কহিছে রায়: কেহবে হইয়া তায়: ব্যভাষ্য না হয় কদা
চন। নিজরাজ্যে ফিরেচল: মিছা কষ্টে কিবা ফল: শুনে রা
জা কহিছে তখন॥ রমণীরে কায্য নাই: কিন্তু রঙ্গ কয়াচাই
ছাড়াও তাহার মনে প্রীত। আপন প্রভুত্ব যত: প্রকাশ ক
রিয়া তত: ক্রমে২ কর বিপরীত॥ নিত্যরাত্রে তথা যাও:
সংবাদ আমারে দাও: আমি প্রকাশিব স্বপনছলে। দাসী
র মুখেতেযত: করাইব অবগত: শুনেসে কুমারী কিবাবলে
তালবলি দুতযায়: ঘুমাইল নররায়: হেনকালে শশি অস্ত
যায়। রবিবিধু পদ্মতলে: আসি দাসীরা সকলে: নিদ্রাহতে

রাজারে চিয়ায় ॥ উঠ২ নাহি শোওঃ বেলাহলো অথ শোও কেমন হেঠাজর জামাই । রাত্রি নহে জাগরণঃ এতঘুম কি কারণ, লয়ে মরি গুণের বাজাই ॥ ডাকাডাকি করে সবেঃ নিদ্রাভঙ্গ হয় তবেঃ দাসীগণে রাগে কহে রায় ॥ মিছামিছি করিধুমঃ ভাঙ্গালে এমন ঘুমঃ কস্বপন হারানু হায়২ শুনিয় দাসীরা কয়ঃ কিবা স্বপন মহাশয়ঃ দেখেছিলে নিশির স্বপনে । কহশুনি বিবরণঃ কিবা শুভ প্রকরণঃ শ্রীনন্দ জমায় কবী ভনে ॥

দাসির প্রতি রাজার উক্তি ।

দাসিরা স্বপ্ন বিবরণ কমলিনীকে কহে ॥

পয়ার । রাজাকয় স্বপ্নকথা শুনদাসিগণ । নিশাশেষেছিনু আমি নিদ্রায় অচেতন ॥ দেখিলাম তোমাদের কমলিনি জিনী । তেতালায় গৃহমধ্যে আছিলেন তিনি । আয়োজনকরি দ্রব্য ভোগউপহার । একা ছিল দ্বারকদ্ধ কেহনাহি আর ॥ চন্দনজলশম চয়াযতনেরা থল । হেন কালেচিত্র রথ গন্ধর্ব আইল ॥ করিল তাহারসেবা অতিশযতনে । ভোজন করায়েদিল তাম্বুল বদনে ॥ আবেশে অবস দোহে করিল শয়ন । আরম্ভ করিল রতি উমিলল নয়ন ॥ হেনকালে নিদ্রা ভঙ্গকরিল আমার । তানাহলে কতরঙ্গ দেখিতাম আর ॥ শুনিয়া রাজারকথা যতদাসি গণ । চমকিৎ হৈলসবে সবিস্ময়মন ॥ পরস্পরকহে সবে বড় চমৎকার । আমরাত এতত্ত্ব নাজানি কিছু আর । ঠাকুরঝিকে কহিব এসব বিবরণ । কিউত্তরদেন তিনো শুনিয়ে বচন ॥ শুনিয়া সকল দাসি তখনি চ

লিল। কমলিনী বৃথাতথা গিয়ে উত্তরিল ॥ যার যাহাকর্ম্ম
তাহাকরে পরস্পর। কমলিনী স্থানেতে বসিলতদন্তর। কে
হকরে উষ্ণজল পুন কত কায়। কোনদাসি বিষ্ণু তৈল মর্দ্দা
য়ে মাথায় ॥ কেহগাত্রমার্জ্জনি কাচিছে উষ্ণজলে। কোন
জন কেশ আচড়ায় স্বত্তহলে ॥ কেহবা নাওয়ায় গামছায়
গাম ছায়। এইরূপে সর্ব্বজনেনিযুক্ত সেবায়। পরস্পরদাসী
গনে ঠারাঠারি করে। চক্ষেং ইশারায় কহেতদন্তরে। ইঙ্গি
তেং কানাকানি চাপাচাপি। সঙ্কেতং কথাগাত্র টিপা
টিপী ॥ এ উহার পানেচাহে বলেগোকেমন। সেবলে থাক
গবেনে কাযকি এমন ॥ অ ন্যজন বলেতোর কাজনাহি আর
গোপনে থাকিতে পেটফাটে কিতোমার ॥ কাযকি প্রকা
সকরে কিজানি কিহয়। আদথানি কথাকিউদরে জির্ন্নয়
এইরূপ দাসিসবে কহেফেরেবার। কমলিনীমুখপানেচাহে
সবাকার ॥ কিছুইবুঝিতে নারে চমকে জমারি। বিস্ময় হই
লসব দেখে ঠারাঠারি ॥ দাসিপ্রতি কমলিনী জিজ্ঞাসে ত
খন। ঠারাঠারি কোরিতেচ কিসের কারণ। সেবলে কিবলি
ব এমন কিছুনয়। শুনিয়া তাহার কথা আরজন কয় ॥ কে
কোথায় কিবলিল কথার মুখে ছাই। ঠাকুরাণি তোমার শু
নিয়াকায নাই ॥ স্ত্রীলোকের গুপ্তকথা এইরূপ হয়। কথন
ছাপাতে নারে সেসে ব্যক্তহয় ॥ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসে জমারি
বিবরন॥ কহিতে লাগিল দাসি শুনসেবচন ॥ শুইয়াছিলেন
আজিঠাকুরজামাই। আমরা তাহাকে আজিনিদ্রাতেচিয়াই
উঠিয়া সবারে তিনি কহিলাবচন। ঘুমভঙ্গ হাইয়ানষ্টকরি
লা স্বপন। আমরা সকলে তবে তাহারে শুধাই। কিস্বপন

দেখিলেক ও ঠাকুর জামাই ॥ যেকথা কহিল সে কহিতে ভ য় হয়। শুন কমলিনী দ্বিজ কবিরত কয় ॥

দাসির উক্তি ॥

পয়ার। শুনগো ঠাকুর ঝি সব বিবরণ। বলে কমলিনী কে যে দেখেছি সপন॥ রাত্রে কমলিনী একা তেতালার ঘরে। খাদ্যদ্রব্য গন্ধপুষ্প রাখে সমাদরে। কিছু পরে চিত্ররথ গান্ধর্ব আইলা। বিধিমতে কমলিনী তাহারে সেবিল। পরে তে পালঙ্কে দোহে করিল শয়ন। সুরতে নিমগন চিত্র কামে আলাপন। হেনকালে দাসি ঘুম ভাঙ্গালে আমার। দেখি তে না পাইলাম কি হইত আর। শুনিয়া লজ্জায় মরি কহি লেক সেই। পুরুষ না দেখ তুমি মোর জানি এই। দাসির মু খেতে এইকথা শুনি মাত্র। বিস্ময় হইল ধনি শিহরিল গাত্র মনে২ বিচার করিল কতক্ষণ। যথার্থ স্বপন দেখে কয়েছে এখন॥ নিত্য২ আইসে গন্ধর্ব মোর ঘরে। কেহ নাহি জা নে হেথা আইসে শুন্য ভরে॥ অন্য কি জানিবে না হিজানে দাসিগণ। কেমনে এসব তত্ত্ব পাইল সেজন॥ অতেব বিস্ম য় হৈল পিতার কথায়। দেব তা হইবে না হ সংশয় ইহার অতেব ইহারে অনুচিত অযতন। দাসির দ্বারায় সুস্থ রাখি তার মন॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া দাসিগণে ডাকি কয়। সেজন মা নুষ নহে জানিবে নিশ্চয়॥ কোথায় আছেন তিনি তত্ত্ব কর তাঁর। যতন পূর্ব্বকে সেবা কর অনিবার। শুনে পরস্পর ভাবে ক হে দাসি গণ। স্বপন শুনি পতি প্রতি ফিরে গেল মন। দাসি বলে ঠাকুরাণী করি নিবেদন। তোমার পুরীর কাছে আছ য়ে সেজন॥ কণ্যা বলে দাসী গিয়া তাহারে আনায়। পুথ

রাম হুদে মোর রাখ বাসা দায়া ॥ আজ্ঞা পায়ে দাসিগন ত খনি আনিল। প্রথম বৃহন্দ দ্বারে বাসা তারে দিল ॥ যতন পুরকে দাসিগণ সেবা করে। দিবা হৈল অবসান পুলক অন্তরে উপনিত হইল ছদ ওরা স্ত্রীকাল। কণ্যার অন্দরে, গিয়া প্রবেশ রে জাল ॥ পত্র মত কমলিনী পরম যতনে। দ্রব্য আ ওজন করে কবিরতে ভনে ॥

দ্বিতিয় রাত্রের কার্য্য ॥

পয়ার ॥ যত দ্রব্য উপাদেয় রাখিল সকল। হেম ঝাল্লি ত রীয়া রাখীল স্নিগ্ধজল। দ্রব্য সব দেখিয়া বেতাল কোপে জলে। খাইল চীনীর পানা অতি জত্ন হলে। বাটী পূরে প্রস্রা ব করীয়া রাখে তায়। তারপর লইয়া ক্ষীরের বাটী খায় ॥ পরিয়া রাখিল বাটী করিয়া নেকার। খাইল বেলের পানা বিষ্ঠা রাখে তার ॥ ছেনা খেয়ে চিবাইয়া রাখে পানি ফল। ডাবের মধ্যেতে মোতে খেয়ে তার জল ॥ সকল দ্রব্যেতে মোতে। কিঞ্চিৎ২। পা ধোয়ার জল সুদ্ধ না কৈল বঞ্চিৎ ॥ দাড়াইয়া একধারে হাসিছে তখন। হেনকালে চিত্ররথ দিল দরশণ ॥ আহলাদে কামিনী পদ ধোয়াইয়া তার। বসাইয়া আশনেতে করায় আহার ॥ প্রথমে, চিনির প্রানা এক ঢোক খায়। অমনি ত্যজিল বিজাতীয় গন্ধ তায় ॥ কমলিনী প্রতি কহে গন্ধ কি কারণ। গন্ধয়োগে বমি উঠে নহে সম্বরণ ॥ ব্যস্ত হয়ে কমলিনী বেল ভেঙ্গে দিল। বিষ্ঠা মুখ শুদ্ধি গন্ধে নেকার করিল ॥ ভুতের গুয়ের গন্ধ কি কহিব তা য়। অম্ব প্রাশনের অম হইল নেকার। কমলিনী বলে কি

এসব গন্ধ পাও ॥ চিনিতে কহিল গন্ধ বেলপানা থাও ॥ চি
ত্ররথ বলে দূর কিবলিব আর। ছলকলে গুমুত খাওয়ালি
আজিকার ॥ গোময় জলেতে মুখ করিল ক্ষ্যালন। কমলি
নী হৈল অতি সবিস্ময়মন ॥ কিছু নাহি জানিনাথ কিহেতু
এমন। ভালদ্রব্য রেখেছিনু করে প্রাণপণ ॥ চিত্ররথ বলে
আমি বুঝিয়াছি সব। বিবাহ হয়েছে আর কিশোর গৌর
ব ॥ পায়েছ নিকটে পতি গিয়াছে সেদিন। এক্ষণে আমার
ভাবে প্রায় উদাসিন ॥ প্রকারেতে বঝাযায় ভাবের দ্বারায়
আনার রমণে আর ইহা নাহি যায় ॥ মায়ায় ত্যজিতে না
হি পার একেবারে। ছাড়াইতে চাহ ছলে এরূপ প্রকারে ॥
পরের পিরিতি যত অনিত্য সেসব। দরকেলে দরে যায় ছ
ল অসম্ভব ॥ আপন গৌরব রাখি করিলে নৈরাশ। বুঝেছি
গোবর দিয়ে আলাইবে বাস ॥ কাব নাই ছলে কলে বৈস
প্রাণ প্রিয়ে। পতি নিয়া কর সুখ আমি আমি গিয়ে ॥ এত
বলি চিত্ররথ বারিহয়ে যায়। কাতরা হইয়া ধনী ধরে তার
পায় ॥ বিস্তর করিছে স্তব করিয়া বিনয়। যেরূপ হইল পরে
কবিরত্ন কয় ॥

দ্বিতীয় স্বপন কথন ॥

ত্রিপদী ॥ বিনয় করিয়া ধনী, কহে শুন গুণমণি; মিথ্যা
অনুযোগ বল কেন। করিয়া তোমার আশ; একাকিনা ক
রিবাস, নথনাহি দেখি পুরুষের ॥ পিত আজ্ঞায়ে আমার;
বিবাহ হয়েছে সার, পতিসঙ্গে দেখা শুনা নাই। আপ্তাপন
থাকদূরে, ঢুকতে না পায় পুরে, ভয়ে আছে তোমার দো
হাই ॥ এরূপ বিস্তর স্তবে; শান্তনা করিল তবে; আরম্ভিল

সকল রমণ। দেখিয়া বেতালযায়ঃ যথা য় বিক্রম রায়ঃ কহি
ল সকল বিবরণ ॥ শুনেহ সে মহীপালঃ রঙ্গ করিয়াছে তা
লঃ কহিব সকল দাসীগণে। বেতাল স্বস্থানে যায়ঃ ঘুমাই
ল নররায়ঃ পোহাইল রাত্রি ততক্ষণে। আসিয়ত দাসীগণ
করে রাজারে চেতনঃ কহে ভূপতি দাসীগণে॥ কি করিলে
হায়২ কেন জাগালে আমায়ঃ কিবা রঙ্গ দেখিন স্বপনে।
শুনে দাসীগণ কয়ঃ কহ শুনি মহাশয়ঃ কিবা স্বপন দেখি
লে এখন॥ কহে বিক্রম ঈশ্বরঃ কমলিনী নিজ ঘরঃ মনোরম্য
করিল সাজন॥ পুরুমত দ্রব্য যতঃ রাখিলেক শত২ঃ চিত্র
রথে খাওয়াবার তরে। দৈব বিড়ম্বনা তায়ঃ দ্রব্যাদি খেচ
রে খায়ঃ বিষ্ঠামূত্রে রাখিল তায় ভরে॥ চিত্ররথ আসি পরেঃ
সামগ্রী ভক্ষণ করেঃ বিষ্ঠামূত্র যে খেতেছে নিজ। দুইজনে হে
স দ্বন্দঃ গন্ধর্ব্বে কহিল মন্দঃ মোর কথা উল্লেখ করিল॥
তোমাকরে উপপতীঃ সেধে পড়ে রসবতীঃ সান্ত্বনা করি
য়া রতী ধর্ম। নিদ্রায় পড়িয়া হেথ? সকল দেখিনু সেথাঃ
হেনকালে ভাঙ্গাইলে ঘুম॥ শুনি রাজার বচনঃ চলে গেল
দাসীগণঃ কমলিনী কাছে গিয়া কয়॥ আজকার স্বপন তা
রঃ শুনিলাম চমৎকারঃ শুনে তোমা হইবে বিস্ময়॥ পুরম
ত নিদ্রাভঙ্গ করায়ঃ শুনি বঙ্গঃ বলিতে লাগিল সোসবায়
আজি কমলিনী ঘরেঃ গন্ধর্ব্ব আসিয়া পরেঃ ঠেকিয়াছিলে
ন বড় দায়॥ খাদ্য দ্রব্য যত ছিলঃ হৈ বৃত্তে সবঃ খাইল
বিষ্ঠা মূত্র রাখিয়া তাহায়। কমলিনী রসবতীঃ লয়ে নিজ
উপপতি সমাদরে ভোজন করায়॥ বিষ্ঠামূত্র পেটে যায়ঃ
নেকারে গন্ধর্ব্ব রায়ঃ কমলিনী হইল বিস্ময়। মুখ ধুয়ে চি

ত্র দুঃখঃ গালিদেয় শতং২ঃ আমার উল্লেখে মন্দ কয় ।। অভিমান করেযায়ঃ সাথে কমলিনী তায়ঃ শান্ত করি মাতিল মদনে । দেখিতে ছিলাম রঙ্গঃ হেনকালে নিদ্রাভঙ্গঃ করাইলে বড দাসীগণে ।। শুনিয়া হেন ভারতীঃ সবিস্মিতা রসবতীঃ মনেং২ ভাবেকত কথা । আমি রাত্রে করি যাহাঃ এ স্বপনে দেখে তাহাঃ নিশ্চয় হইবে দেবতা ।। মনেং২ স্নেহ হয়ঃ দাসীগণ প্রতিকয়ঃ যতনে করহ সেবা তার । সে জন মানুষ নয়ঃ যেন নাহি কষ্ট হয়ঃ করাইবে অনেক আহার ।। আমার নিয়ম যেনঃ তাহারে করিবে তেনঃ কোনমতে কষ্ট নাহি হয় । একেপায় আলোচায়ঃ কুমারীর আজ্ঞা তায়, সেবে ভূপে কবিরতন কয় ।।

তৃতীয় রাত্রের কাব্য ।।

পয়ার।। দুঃখে সুখে গেল দিবারাত্রি উপস্থিত । কুমারীর ঘরে গেল বেতাল ত্বরিত । দেখে কমলিনী সব দ্রব্য সাজাইয়া । বসিয়া আছেন অতি মলিনা হইয়া ।। হেন কালে চিত্ররথ গন্ধর্ব আইল । কমলিনী পদ প্রক্ষালন করাইল ।। মলিনা দেখিয়া তারে চিত্ররথ কয় । কেন প্রিয়ে মলিনা আছহ অতিশয় ।। রসভাসা নাহি মুখে সুদুঃখিত মন । বিরস দেখিয়া মরি কহ কি কারণ ।। কমলিনী কহেনাথ কিক হব আর । আমার সঙ্গেতে বিভা হইয়াছে যার ।। দেখিয়া চরিত্র তার হইল বিস্ময় । দেবতা হইবে সেই হেন মনে লয় ।। চিত্ররথ কহে কিবা করি বিবরণ । কিরূপে জানিলেন যে মনুষ্য সেজন ।। কমলিনী কহেনাথ শুনা দিয়া মন । তাহার অতেক ক্রীয়া সব বিবরণ ।। তোমাতে আমাতে রাত্রে যেকৌ

ক্তকহয়। প্রভাতে সে প্রকাশিয়াকহে সমুদয়॥ এসব সম্বা
দ নাহিজানে দাসিগণ। কিরূপে এসবতত্ত্ব পাইল সেজন॥
শুনিচিত্ররথ কহে চিন্তামাত্র এই। বায়ুতে দেখিল শাপন
দেবকিসে সেই॥ দেবতার সন্ধান সকলিজানিজানি। প্রতি
বাধ স্বর্গেযাই যথাবজ্রপাণি॥ চিন্তাদূরকরধণি থ সকর মন
আনিয়াছি দ্রব্যএক তোমার কারণ॥ মনুষ্য দুল্লভ কদা
চিত নাহিপায়। গানেতুষ্টহয়ে ইন্দ্র দিলেনআমায়। তোমা
রে ভালবাসি প্রাণেরসমান। তেঁইআনিয়াছি কণ্প কারতে
প্রদান॥ এতবলি হাতেতে দিলেন চারিজল। পৃথিবির ম
ধ্যেআর নাহিসমতুল॥ দেখিয়াসুন্দরি অতিপুলকিতকা
য়। তখন তরুনী তারএক জলখায়॥ সুধারসমান স্ব দকি
কহিব আর। তিনজল কমলিনী রাখিলেন তার॥ দেখিয়া
বেতালমনে হাসিলবিপুল। এজল ওজল খাওয়াইব চারি
জল॥ চিত্ররথ লয়েধণিআরস্তিজরতি। আইলবেতাল যথা
আছেনরপতি॥ পুষ্পাপরভূপতিরে সকলকহিল। শুনেহা
সে নরপতি বেতালচলিল। উপনিত হৈলগিয়া নন্দনকান
ন। তালয়ালইল জল বত্রিসকাহন॥ চক্ষের নিমিষে আসি
ভূপতিরে দিল। রাখিল ভূপতিআর কিঞ্চিৎ খাইল॥ রা
ত্রী পোহাইল যতআসিদাসী গণ। কতরূপ তব্দেরূপে কর
য় চেতন॥ চেতন পাইয়ারাজা উঠিয়াবসিল। দাসিগণ প
তিতরে কহিতে লাগিল॥ কালিরাত্রে নিদ্রা নাহি হইলআ
মার। বসিয়াপ্রভাতনিসি শুনতত্ত্ব তার॥ সাক্ষাৎ করিতে
এসেছিল পুরন্দর। বত্রিসকাহন জল দিয়াছে নফর॥ কথা
য়২ রাত্রি হৈল অবশেষ। স্বপনেরকিছু মাত্র নাহৈল উদ্দেশ

শুনে দাসীগণে অতি বিস্ময় হইল। কাহনেক জল রাজা দাসী পাঠায়েছিল॥ কমলিনীরে দিল প্রিয় হংস কাঞ্চন। নিযুক্ত করিয়া দাসী পাঠায় রাজন॥ আনন্দেতে জল নিয়া চলে দাসীগণ। শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নের বিরচন।

দাসীরা কমলিনীকে জল দেয়।
ও রাজের কৌতুক।

দেয়ায়। কমলিনী কাছে আসি যত দাসীগণ। রাজদত্ত জল দিল তিরিস কাহন॥ দেখে কমলিনী অতি হইল বিস্ময়। কালিকার জল হতে ভিন্ন তেজ হয়॥ কে থাপিল জল দাসী কহত শুধাই। দাসীগণ বলে নৃপ ঠাকুর জামাই॥ কালি যারে ইন্দু এনেছিল কাছে তার। বত্রিশ কাহন জল দিয়াছে ব্যতার॥ শুনে ধনি অধোমুখে ভাবে কতক্ষণ। তার জাল কারা জল ইহার কারণ॥ অতিশয় তক্ত পরিপুষ্ট তার হয়। পক্ষেরপুতি আর বড় তেজ হয়॥ জল নিয়ে নিজ পুষ্পে করিল স্থাপন। সুখ দুঃখে অস্তাচলে বসিল তপন॥ যামিনী প্রবেশ হয় পুষ্পরক প্রায়। জমাদার গৃহেতে বেতাল তবনায়। সেইরূপ কমলিনা দুব্য লাগাইয়া। সপ্ত সুখে রাখিয়াছেন আছেন বসিয়া। হেনকালে চিত্ররথ উপনীত হয়। রাজিকৃত জলাদেখে হইল বিস্ময়॥ জিজ্ঞাসে জমাদারিপতি কহ বিবরণ এত জল কোথা হৈতে কৈলে আয়োজন॥ কমলিনী কহে ভাল জিজ্ঞাসি তোমারে। ভবেনা কি এজল মনুষ্যে নাহি পায়। চিত্ররথ কহেন হি মনুষ্যের সাধ্য। কেন রাজ বিনে আর কার নহে বাধ্য॥ কমলিনী বলে তব কিসের বাখান। জমিদার কাছে নিত্য কর নিত্য গান॥ নিত্য এসে আমার পাত্রের কা

ছে সেই। কালিদিয়াগিয়াছে নজরঙ্গল এই॥ শুনিয়া গন্ধ
র্ব্বরাজ হইল বিস্ময়। বলিছে একথ মোর প্রত্যয় নাহয়॥ এ
ইরূপে ভাবনা করিল কতক্ষণ। তারপর কমলিনী ভাবিতে
ছে মন॥ আজমাত্র কও ধনি শুনহ বচন। কালিসব বুঝিয়া
জানিব বিবরণ। মিলন হইল দোঁহে করিল শয়ন॥ বেতাল
বাহির হয়েক রিল গমন॥ কামরূপ জিবদ্বত সবহৈতে পা
রে। চলেগন্ধর্ব্ব দেশে নারদরূপধরে॥ চিত্ররথ আলয়ে হই
ল উপনিত। যথা চিত্ররথ জায়া আছয়ে নিদ্রিত॥ ডেকেং
বেতালভাঙ্গায় ঘুমতার। উঠিয়া নারদে দেখে করেনমস্কার
কিনা মতে নিশাকালে কৈলা আগমন। বেতাল কহিছে
শুন তাহার কারণ॥ চিত্ররথ স্বর্গে নৃত্য করিতেনাপায়। পৃ
থিবীতে পড়িয়াছে পিরীতেরদায়॥ কমলিনী নামে এক রা
জার কুমারি। প্রত্যহ রাত্রেতে যায় নিকটেতে তারি॥ তু
মিনা সাসনকৈলে বিপরিত পাবে। অভিশপ্ত হইলে স্বর্গের
কর্ম্মযাবে॥ শুনিনারদের কথা বিস্ময় কামিনী। উন্মাতে ক
ম্পয়েকায় জাগয়ে যামিনী। নারদ বিদায় হয়ে করিলগম
ন। অদৃষ্ট হইয়ারহে তাহারি সদন॥ যামিনী হইলশেষ রহে
দণ্ডদুয়। হেনকালে চিত্ররথ আইল আলয়॥ রমণিরে ডা
কেদ্বার খোলরসবতি। দাণ্ডায়ে থাকিতে নারি ক্ষীণ আছি
অতি॥ বারেং ডাকে কণ্যানাহি শুনে বচন। পুনঃং গন্ধর্ব্ব ডা
কিছে ঘনেঘন॥ ক্রোধেতে কামিনী তারে কহিছে বচন।
স্বর্গনাথ নৃত্য আজি হইনা কেমন॥ পূর্ব্বেং গন্ধর্ব্বগনের অ
নাদর। কমলিনীর কাছে নৃত্য প্রত্যহ তোমার॥ মোরে
ফাঁকিদিয়ে ওবল যাই শুরপুর। ব্রাম্ভ গোঁসাঞি আমি তোদের

গেছে কত। গন্ধর্বী হইয়া মানবীর সহপ্রীত। নাবাও অমরাপুরে একা বিপরীত॥ আমারে এখন বুঝ্যা ভাল নাহী লাগে। কমলিনী প্রীতে পড়িয়াছ অনুরাগে॥ চিত্ররথ ভাবে ভাল ঠেকাইলাম দায়। পাইয়াছে টের আর কোথা উপায় চিত্ররথ বলে প্রিয়ে দ্বার খুলে দেহ। নিকটেতে যাইতবে কহব শুধ্যাও॥ দ্বার খুলে দিল ধনী প্রবেশিল ঘরে। চিত্ররথ চিন্তিয়া চাতুর্য্য তবে করে॥ অনোচিত কথা কেন কহিছ আমায়। প্রত্যর্থি স্বর্গে যাই বলিয়া তোমায়॥ শুনে ধণী গাজিয়েল ক্রোধে কহে রাগে। দূর২ এখন করাসছল আগে॥ আমার নিকটে আর কিবা প্রয়োজন। যাও কমলিনার কাছে২ ভাই তেমন॥ ক্রোধেতে হারায়ে জ্ঞান জলে উঠে দুঃখ। দূর২ দূর হও ঝাঁটা মারে মুখ। আথালী পাথালী মারে নাহী জানে পথ। কৌতুক দেখিয়া বেতালের মুখে হাস॥ মারে ঝাটা ভাতরে এক ভাতে আটা আটা। ক্ষত অঙ্গ পাটে ফুটএ খেজুরার কাটা॥ কান্দী চিত্ররথ ধরে রমণীর পায়। মিনতী করিয়া তবে এক ডামিটায়॥ দেখিয়া বেতাল আইল যথা নরপতি। শ্রী নন্দ কুমার কহে মধুর ভারতি॥

রাজার স্বপন কথন।

ত্রিপদী॥ বেতাল রাজারে কয়ঃ পূর্বাপর সমুদয়ঃ শুনিয়া বিক্রম সুখী অতি। বেতাল বাখানে কতঃ প্রশংশিয়া শত শতঃ কি শুনালে অপূর্ব্ব ভারতী॥ বেতাল চলিয়া যায়ঃ ঘুমাইল নররায়ঃ প্রভাত হইল বিভাবরি। দিবাকর সমুদয়ঃ আসিয়ত দাসীচয়ঃ রাজারে চিয়ায় রঙ্গ করি॥ চেতন পাইয়া রায়ঃ উঠিয়া বৈসে সত্বরায়ঃ দাসীরে কহিছে হাসি২।

দেখিতেছিলাম রঙ্গ; সাধে হৈল তাল ভঙ্গ; কেন ঘুম ভা
ঙ্গাইতে দাসী ॥ শুনে দাসী সবে কয়, কহ শুনি মহাশয়,
কিবা রঙ্গ দেখিলে স্বপনে। রাজা বলে চমৎকার; রঙ্গ কি
কহিব তায়; দেখিলাম সেগন্ধর্ব্ব নন্দনে ॥ কমলিনী কাছে
যেই চিত্ররথ এসেছেন, সে গন্ধর্ব্বে তাহার নিবাস। কাদি
য়াইল যখন; সেগন্ধর্ব্ব নন্দন; তোমাদের কমলিনী পাশ।
নারদ তাহার নাম, পায়াতার ধ্যানপাশ; ক্রোধ এবং তাড়ন
হল। শুনে অতা তব পাতি; মায়ায় অশ্বারোহী; নয়সঙ্গে সে
যে চলিলেন; তাহারে পায়াছে ফাঁকা; কমলিনীপাসে থা
কা; সেরাগে আইল তবকাছে। একথা বলিয়া তায়, নার
দ সন্ধানে যায়; রাত্রি প্রায় ছয়দণ্ড আছে ॥ হেথা হৈতে চিত্র
রথ; হাটিয়া জিরায় পথ, আপন ভবনে উপনীত। দেখা
য় সে রসবতী; পাত্রিমন্দ হৈল অতি, বোটা মেয়ে করিল
লাঞ্ছিত ॥ চিত্ররথ কহে তায়, ধরিয়া যুগল পায়, দিব্য কৈ
ল বিবিধ প্রকারে। কমলিনী সহ প্রীতি করেছিনু যথোচিত,
কমাকর না যাইব আর। এক পত্তারের ধুয়া দেখিতে তা
হাদের ঘুম, আর না দেখিতে পাইনু পরে। শুনি যত দাসীগ
ণ; অতি সবিস্ময় মন, গেল তবে কন্যার সদনে ॥ কমলি
নী কাছে দাসী; কহিছে কহ হাসি, স্বপন দেখে হৈল ভব
পতি। চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব যেজন তার বোটা থাকিল সে; তোমার কা
ছে রসবতী ॥ ত দিব্য কয়ার তায়; আসিবে না কিং সেপায়
পায়েধরে কান্দিয়াছে তায়। আর দুই তিন দিন করি কহে সব
সহচরী; শুনেধনী পুলকিত হয় ॥ ভোরে পুত্র কন্যার,

স্ত্রীর কাছে খেঁটা খায়; বলে যে যেগেন্দ্র বর্ণনয়। মাত্তকে স্থ-
কায়ে খায়; মোর কাছে প্রীতি করে, দিব এর শাস্তি সমুচিত।
পতিভক্তি ভক্তি হয়, দাসীগণ প্রতি কয়, সামান্য নহে মো-
র পতি। বাহির হইতে তায়; অন্দরে আনি ত্বরায়, মোর প্র-
ভু পাশে রাখ অতি॥ রাখিব স্থানেতে হেন; আসিতে যাই-
তে যেন, দেখিবারে পাই আমি তায়। দেখিব কেমনে সেই
স্বামী হয়েছে এই, শুনে দাসীগণ সবে ধায়॥ ভূপতিরে ল-
য়ে আসি, অন্দরে রাখিল দাসী, দেখি বর অতি চমৎকা-
র দিল দিব্য সিংহাসন: নানারত্ন বিনির্মিত, শ্রীনন্দকুমার

চতুর্থ রাত্রে কৌশল॥

চিত্ররথ সঙ্গে কমলিনীর সঙ্গম।

পয়ার॥ স্নানদান ভোজন করিল সর্ব্ব জন। নিশি আগমন
ঘাটে বাসনাতপন। কমলিনী উপনীত আপনার ঘরে। খা-
দ্যদ্রব্য কোন কিছু উদযোগ না করে॥ বেতাল ভাবিল
নিজ মনেতে কয়। কমলিনী চিত্ররথে কিবা রূপ হয়॥ মাগ
ভাতারের দ্বন্দ্ব হৈল অতিশয়। এখানে বসর রঙ্গ কিছু না দে-
খিলে নয়॥ এত ভাবি বেতাল উত্তরে সেই ঘরে। দেখে কম-
লিনী বসে আছে গোসা করে॥ হেথা চিত্ররথ মারি খেয়ে
স্ত্রীর কাছে। মলিন হইয়া অতিক্ষণ মনে আছে॥ পারি-
ক্লান্ত দুঃখ এক সংগ্রহ করিয়া। কমলিনী আনয়েতে উ-
ঠরে আসিয়া॥ ভর্ত্তারিকে বলে পা ধোবার জল দেও। কম-
লিনী বলে কোথা আছে দেখে নেও॥ পা ধুয়ে গন্ধ করাজি
বৈসে একপাশে। ক্ষুত অন্ন ঢাকা দিয়ে রাখিয়াছে বাসে॥
অধোমুখে বস মলিন অতিশয়। কতক্ষণ আছে কন্যা ক-

থা নাহি কয় ।। চিত্ররথ কহে প্রিয়ে কিহেতু এমন ভাব নয়।
হয়েছ দীনা বিহীনা যেমন ।। প্রত্যাবধি শুদ্ধ ভক্তি কর কম
ঘরে । আজি কেন নাহি তাহা বিরস অন্তরে ।। বারে২ মিন
তি করিছে বহুতর । শুনি কমলিনী কহে বিরস অন্তর ।। তো
মার সঙ্গেতে কথা কি কহিব আর । অদ্যাবধি তোমার পি
রীতে নমস্কার ।। অস্পষ্ট রেজিন তার মিথ্যা আলাপন ।। মি
থ্যা প্রশংসে প্রেম কেবলের কারণ । এইকথা কয়ে ধনী মৌ
নি হয়ে রয় । একবার কোন ভাবে চিত্ররথ কয় ।। অকস্মাৎ
বিরস হইলে কেন ধনী । কোন অপরাধি আমি কহনা আ
পনি ।। কমলিনী কহে নাথ দোষ কি তোমার । যত কিছু ক
র্ম ভোগ সকলি আমার ।। বিস্তর কথায় প্রয়োজন কি তো
মার । ফুরায়েছে প্রীতি সাধ কাজ নাহি আর ।। আশারস
রসেতে আলাপনে কি হইবে । আগুনদি শুনে ঝেটা খাইয়ে
মরিবে ।। এইকথা শুনিয়া চিত্ররথ শিহরিল । ভাবে মনে এ
কথা কে এরে শুনাইল ।। হইল দ্বন্দের পত্র আর কি উপায়
ধাবেতে পড়ুক বাহু দুই দিগে দায় ।। দুইদিগে দুইসূত্র ঝেটা
খাইবার । কিরূপে বাঁচিব আজি নিকটে ইহার ।। এর সঙ্গে
কথা কহি হইয়া গরম । ভাল বাসে এ আমাকে হইবে নরম
চিত্ররথ বলে প্রিয়ে মিথ্যা কর রোষ । মেগের ভুলনা দিয়া
কেন দাও দোষ ।। কমলিনী বলে মিথ্যা কেন দেহ জ্বালা ও
সকলি আমার দোষ যাও২ যাও ।। তবে চিত্ররথ কহে কু
পটে রাগিয়া । কেন দোষ দেও মাগ মেরেছে বলিয়া ।। পুনঃ
পুন বলিতেছ কেন হে এমন । যত কিছু নাহি [illegible] বা [illegible]
তেমন ।। মিছা মিছি অপবাদ দিতেছ আমারে এমন কে

অধে বলনা খোলিব আর না । কন্যা বলে ও কথায় আর না
ডরাই । মিছে রেগে আপন জারিতে নাহি যাই ।। অপরাধী
হইয়া আবার কেন জোর । ক্ষান্ত বড় নাহি মোর না আম
তে তোমার কেতোর সহিবে নাড়া এত কিবা দায় । পিরী
তি করিতে পেমী নাহি পাওয়া যায় ।। যাহার যেমন ভাব
জাত অন ভাব । অন্ন ছড়াইলে কিবা কাকের অভাব ।। মেখে
র পিরীতে মন্না পাবে আছ বেটা । দিনলেগে পরিষ্কার নাহে
লাগে ঝেটা ।। ইহা শুনে চিত্র রথ কহিছে তখন । হয় হলে
ভাগে মোর ক্ষতি কি এমন ।। শুনে কমলিনী বলে নাহও
উদার । খেয়েছ মেগের ঝেটা কনিকহে সার ।।

চিত্ররথকে কমলিনী ঝেঁটা মারে ।।

পয়ার ।। কমলিনী কহে যে এ কথা মিথ্যা নয় । গায়েদাগ
থাকিতো তবে সত্য হয় ।। গোলদোষ গায়ের বসন প্রাণনা
থ । কিরূপ কথায় তার দেখিব সাক্ষাৎ ।। কমলিনী গাত্র
বস্ত্র খসাইতে চায় । কোনমতে চিত্ররথ নাহি খোলে তায় ।
যতবার ধরে বস্ত্র ছেড়ে নয় । শঙ্কোচিত হয়েছে বসন না
দেয় । জোর করে কমলিনী খুলিয়া ফেলিল । অর্দ্ধাঙ্গে ঝেটার
দাগ দেখিতে পাইল ।। চিত্ররথ সলজ্জিত কথা নাহি কয় । ক
মলিনী তাহা দেখে রাগে অতিশয় ।। পাকিবেটা এপেম করি
লে কেবলিল । এত বলি সেই ঝেটা আরম্ভ করিল । সপাসপ
শতমুখি ফেলে দেখা টাঁছট । ইদন্তীক ফুঁকিল । পটেরপর পি
ঠ ।। নিদয় হইয়া পড়ে ঝারনা হিশায় । তথা শিং কমলিনী
জন [illegible] হয় ।। মিনতি করিয়া চিত্ররথ কহে তায় । নামরহ
প্যার মরি প্রাণ যায় ।। বস্তুর না বন্ধ প্রায়ে ধরিয়া তখন ।

তবে ধনী শান্তহৈল শুনিয়াবচন। কাতরেনায়কবহুমিনতি
করিল। কতক্ষণপরে দোহে মিলন হইল।। কমলিনী কি
জমনে শান্তহৈনয়। পুরুষত নাহি আর ব্যতিক্রম হয়। পা
রিযাত পুষ্প চিত্ররথ এনেছিল। পরিতোষ করিবারে কামি
নীরে দিল।। পুষ্পপায়ে কমলিনী হৈল আহ্লাদিত। যার গ
ন্ধে যোজনেক পথ আমোদিত।। দেখিয়া বেতাল নিষ করিল
গমন। উপনিত হৈল চিত্ররথের ভবন।। চিত্ররথ মুক্তিধ
রি পরবেশিলঘরে। তারস্ত্রীর সনে কোপ অঙ্গ উপরে। নাহ
বরষ কথোপকথন শুপুসঙ্গে। তারপর মগনমন হইল অনঙ্গে
নানা মতে শৃঙ্গার করিয়া সমাপিত। সেইরাত্রে চিত্ররথ দিল
দরশন।। কপাটে ঘাদিয়া বলে দ্বারখোলে দেও। উঠ২ প্রাণ
পুয়ে কতবা ঘুমাও।। ডাকশুনে রসবতি কহেএকেমন। প
তিপাশে শুয়েআছি ডাকে কোনজন।। শুনিয়া বেতালবলে
করিসাক ঘোর। বাহিরে থেডাকিতেছে উপপতি তোর। শু
নেধনী বলেনাথ কিছু জানিনাই। কেমোরে ডাকিছে আগে
রসতো শুধাই।। সতিবলে কেহেযেন ডাক বারেবার। ঘরে
তে শুইয়া পতি আছয়ে আমার।। চিত্ররথ বলে কিকহিলে
রসবতি। আমিতো তোমার পতি আবারকে পতি।। বেতা
ল ডাকিয়া বলে শুনচিত্ররথ। পাচাপাচি হলারু হইল দুই
মত।। বাহিরের ভাগিঘরে চিত্ররথ আমি। একথা বাহির হৈ
নু দুইজন স্বামি।। দ্বারখোলে রসবতি হইয়া কাতর। পতি
দেখে অদ্ভুত হইল শিবচর।। সবিস্ময় দুইজন দ্বন্দ্ব বাজি
ল। দুইজন মারামারি তুমুলহইল।। চিত্ররথ বলে পাপি
দুষ্টাসতি। মোরেগালিদেও আরকর উপপতি।। সেবলে গেলা

আরদেবতার ইঁথেন কি হয়। তোমার দোষেতে হেন হয়ল মন্দ স্থানান্তরে থাকত্ত কিনা আইল ঘরে। তেইত তোমার দোষে আমি মোরেছরে॥ একরূপ দুইজনে দ্বন্দ্ব অতিশয়। বিক্রমাদিত্যেরে আমি সিদ্ধ কতকয়॥ শুনিয়া ভূপতি অতিশয় আনন্দিত। বেতাল কহিছে আজি কি করি বিহিত। আরক্তই সাহিতে নাপারি মহাশয়। আজ্ঞা কর এক থান যাহা হয়॥ বেতাল কহিছে রাজা শুন কহি সার। সাজিয়া বেশ রাজে কারব তোমার। চারিদিকে পারিষাত বৃক্ষ আরোপির। পরিচয় করিবারে তারে না দিব॥ আমি হয়ে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের নাথ। নালিশ করিব আসি রাজকন্যা তোমারি॥ দাসীর মুখেতে কথা শুনি তথা হৈবে। একথা শুনে কমলিনা অবশ্য আসিবে॥ তারপর শেষ কান্ড হবে সমাপন। শ্রী নন্দকুমার কবি রতনে বিরচন॥

স্বপ্ন কথন॥

লঘুত্রিপদী॥ বেতাল চলিল; রাজা ঘুমাইল, হৈল উদয় হৈল তপন। দাসিরা আইল; ঘুম ভাঙ্গাইল; রাজা পাইল চেতন। দাসিগণে কয়; বিক্রম রাজন; আজি দেখিনু স্বপন॥ কমলিনী তরে; বেটা কে আমারে; জুড়া দিয়াছিল তার। পরে যদি ঘর; শুনি সেথায়; রজ হইয়াছে আমার॥ তাহার রূপিনী, থাকে একাকিনী, সেথায় গন্ধর্ব্ব রায়। তদুপর বিষম [illegible], তারজোর সাজিয়াছে॥ চিত্ররথ পায়; তাহারে দেখিয়া কোপে অঙ্গ থরে২। সেজ [illegible] কোথা [illegible] পায়, আকে মারে ক্রোধ ভরে॥ সেতাহে কৌতুকি; মারে উমাথি; অঙ্গ খণ্ড২ কয়। রাজার বচন, শুনে দাসিগণ, হৈল

আতি শুবিস্ময় ॥ যত দাসিগণ; করিল গমন, কমলিনী যথা আছে। রাজা যা বলিল; সকলি কহিল; বিস্তারিয়া তার কাছে। শুনে রস বক্তি, মগন ভাব অতি, দুঃখিত হইলে মনে। ভগন হেতু হইল, মৌনি হয়ে রৈল; ভাবিত তত্ত্ব শ্রবণে ॥ সেই শুন লম্পট; পরবঞ্চক শঠ, আগে জানিতে নাপারি। হাস্য সম্প ন্ন হৈল, অপ্রকাশ রৈল; কহ বহি কিবা কর্ম্ম করি ॥ মিলন সঙ্গে তার, নারী এব আর. অঙ্গীকারে ধরাবন্দিব। আসিবে যখন, সুখ আলাপন; ধ বারিকালে প্রকাশিব ॥ ভাবি মনে সার, কেল আপনার, পরে কৈল ভোজন। দিব অবসান; রবি অস্তগমন হইল আগমন। প্রহরেক প্রায়, গত হয়ে যায়ঃ কমলিনী গেল ঘরে। শ্রী নন্দ ভযায়; ভনে শুন আর, রঙ্গ হৈল তার পরে ॥

ষষ্ঠ রাত্রের কৌতুক ।

অথ রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজবেশ।

পয়ার। বসিয়া আছেন একা বিক্রম রাজন। হেনকালে ভাল বেতালের আগমন ॥ তাহারে পাঠায়ে দিল উজ্জয়িন নগরে ভূপতির বেশ ভূষা আনিবার তরে ॥ আপনি বেতাল গেল নন্দনকাননে। পারিজাত তরু আনে কুসুমের সনে ॥ যথায় ভূপতি চারিপাশেতে রোপিল। আরক্তমত পুষ্প তোরন রাখিল ॥ রাজকার্য্যযোগ্য তাল আনিল সকল। বেতাল সাজায় তবে অতি নিরমল ॥ জামাযোড়া পাগড়ি মসুরি বিভুশন। শিরে শিরপেচ কলগি তোরন ॥ কোমরে কোমরবন্দ মতিমালা গলে। কর্ণমূলে উজ্জ্বল কুণ্ডল ঝলমলে ॥ অঙ্গদবলয় করে ভুজবন্দ ভুজে। অঙ্গুরী অঙ্গুলেতে চন্দ্

ক অনুক্ষে ॥ বত্রিশ পুত্তলি সিংহাসনে কৈলভর। শোভা
পাইল যেনস্বর্গে দেবপুরন্দর ॥ ভুজঙ্গেরমণী রাশি রূপে
চারিপাশে। নিভায় দিবারভান তম নাশে ॥ বসিল ভূ
পতিযেন ইন্দ্র দিকপাল। সম্মুখেতে অনুচর রহিল বেতাল
মণির আভায় বড় হইল সন্তোষ। পারিজাত গন্ধে আমোদী
ত চারিক্রোশ ॥ যে যেখানে ছিল সবে হৈল বিস্ময়। বিতর্ক ক
রিছে কত মানুষ এনয় ॥ একা কিথা কত পাড়ে কিবা দিবা
নাশে। ইন্দ্রের সম্পদ হৈল চক্ষের নিমেষে। একে২ মণির গু
নৃপতির ধণ। হেন মণি দেখ কত মাহ যবর্জন ॥ একেক পেকা
ষুর বাঞ্ছিতে নয় জল। অভরণে অধিক হয়েছে স্থল
সকলে বিস্ময় হয়ে রহিল তখন। চিত্রাপিত চিত্ররূপ যক্
ষ যেমন ॥ দাসীগনে বেষ্টিত রহাল চারিধারে। মনের আ
নন্দে সেবা করিছে রাজারে ॥ কেহ ভূপ তার পাশে চামোর
ঢুলায়। কেহ ছত্র ধরে কেহ ভূষণ যোগায় ॥ পাথ মোরছ
বাহাতে রহে কোন নারী। বেড়িয়া রাজারে গাওইল সারি২
রামানী বেষ্টিত রাজা হৈল শোভমান। রূপে লজ্জা পায়
কাম ক্ষেমে ফলবান ॥ এইরূপে কতক্ষণ করেন বাহাদ। নূত
ন কৌশল কহে শ্রী নন্দ কুমার ॥

কমলিনী চাএরথ সনে রাজা বাক্রমা
দিত্যকে দেখাতে আইসে।

পয়ার। কমকালী বসিয়াছেন সভাদরে। উপনীত চিত্রর
থ হইল সত্বরে ॥ আসোয়া বসিল শেকি করাসনে। ক
মলিনী কথা নাহি কহে ভানুমনে ॥ মনে২ সকল বস্তু দেখই
দেখহে। প্রকাশ করিয়া কিছু নাহি কহে আর ॥ কমলিনী রূপে

ভক্তরে সামান্য আলাপ রমন করাল কাস্তনাবুঢাল তা
থা॥ বসীয়া দুজনেকথা কহাতে লাগাল। হেনকালে মল
য়ার পবনবহীল॥ পারীযাত পুষ্প গন্ধে আমোদিত করে
ঘ্রাণদ্বারে প্রবেশীল কামাগী সাহরে॥ ব্যস্তহৈল রসবতী
সচঞ্চলমন। দ্বারস্থলেচারীদীকে করেনীরক্ষণ॥ দেখীল অ
ত্তুল আলো আগ অন্দরে। পারীযাত পুষ্পের গন্ধেতে ম
নহরে॥ চাগ্ররথে ... লয়াকামিনী বেড়ায়। আপনারূপ
ভাতার দেখাবারে পায়॥ সীংহাসনে বসীয়াছে রভীপ
তিপুত্র। ভামীরজরয়েনাশ রুপেরছটায়। দীপনাহি মণী
তেজে অন্ধকারহরে। দেবরাজ বৈসে যেনঅমর নগরে। পা
রীযাতবৃক্ষকত শোভেচারিভীত। গন্ধেতে মোহীত মন ন
র অশুমিত। বীস্ময় হৈয়া একদৃষ্টেচেয়ে রয়। পারীযাত দে
খী চীত্ররথ সংশয়॥ কামীনী দেখায় চাগ্ররথেসঙ্গে করে
ঐ দেখ পতীমোর সীংহাসন পরে॥ চীত্ররথ বলেপতি
যোগ্যবটেহয়। দেবতা হইবে ধণী নাহীক সংশয়॥ চিত্রর
থ ভুপতারে চীনীতে নারীল। রুপদেখে মোহহয়েআপনা
ভুলীল॥ কথনতো পতীকে নাদেখে রসবতী। অনীমীষে
দেখেরুপ মগ্ন হৈলঅতী॥ উদ্দীপন হৈলকাম ব্যস্ত কমলী
নী। দিবাকর করেযেন প্রফুল্ল নলিনী॥ একবার নিরক্ষিছে
পতিরবদন। একবার চিত্ররথ করে নিরীক্ষণ॥ কোনজন সু
ন্দর করিছে অনুমান। চিত্ররথ নাহি হৈল রাজার সমান॥
ঘৃণা হৈল কামিনীর নাহি দেখে আর। আপনারে মনেহ
করিছে ধিকার॥ এমন পতিকে আমি না কৈনু স্পর্শন। ধি

কহ চক্ষু মোর নাহি কেন দর্শন ।। বিধাতা নিতান্ত বাম আছে ন আমারে । চিত্ররথ রূপে কাছে দাঁড়াতে নাপারে ।। একে হেন্যা কাছেছিনু সার করি এরে ।। মোহপাশে বদ্ধ হৈয়া আছু দৈব ফেরে ।। যাহউক ইহারে আজি দিয়ে বিসর্জ্জন । দাসী হৈয়ে সেবা করি পতির চরণ ।। এইরূপ কত কথা ভাবিছে কামিনী । অবশেষ হৈল প্রায় অর্দ্ধেক যামিনী ।। বেতাল দেখিল তাহা থাকিয়া অন্তর । কবিরত্ন কহে কথা শুন অতপর

চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের স্ত্রীরবেশ বেতাল।

রাজার নিকটে নালিশ করে।

ত্রিপদী ।। সেজদুত মহাবল, উদ্দেশে থাকি কৈল ছল ঃ গন্ধর্ব পত্নির বেশ ধরে । দেহাই রাজার দিয়ে; ধরনী তলে পড়িয়ে; দাঁড়াইল হস্ত হৃদি পরে ।। স্বামিরাজা দণ্ডধর, যথার্থ বিচার কর; নিবেদন করি মহারাজ । সেকথা কবার নয়, কহিতে যে লজ্জা হয়; কি করিব কহি খেয়ে লাজ ।। চিত্ররথ সবিস্ময়; স্বপত্নী দেখিয়া হয়, ভাবে মনে একি আকস্মাৎ । আমার রমণী কেন, আসি এর কাছে হেন, দাঁড়াইল বেশ হয়ে ধাত । চিত্ররথ সবিস্ময় রাজা রমণীরে কয়, কিকহিবে কহ রূপবতী । বিচার করিব তার, যাহা হয় সুবিচার; শুনে কন্যা কহিছে ভারতী ।। পতির সহিত দ্বন্দ; নানাছন্দ অনুবন্ধ; চিত্ররথ পতি মোর হয় । পৃথিবীতে নয়নশ্রী; কমলিনী শুক্ল মালী তাহার নিকটে সদা রয় ।। নৃত্যগীতে নাহি যায়, নিশ্চিন্ত হয়েছে তায়, মিছে দ্বন্দ করে মোর সাথে ।। রমণীর বাক্য রায়; শুনিয়া কহিছে তায়; ঈষৎ কটাক্ষে তুরুভয়ে । সেজন যেএসে ভূমি, কিরূপে জানিলা তুমি, কহ

শুনি করিব বিচার। নিয়া যুবতী কয়; তুমি রাজা মহাশয়,
শুন কহি বিবরণ তার।। যগে তে যেনাহি যায়, কহে নারদ
আমায়, আর প্রীতি কমলিনী সনে। শুনমাত্র রাগ হয়; পা
লিদিনু অতিশয়, তথাপি না গেল খেদ মনে।। পরে মারণে
ছাঁচ ঝোটা ভাঙ্গি একগাছ, পৃষ্ঠে তার করিয়া আক্রোশ।
পায় ধরে মিনকুতে, নারাজি তার ঘরে, পুনর্ব্বার করে সেই
দোষ।। না থাকে আমার পাশ, নাহি করে সহবাস, কালি
রাত্রে রঙ্গ হৈল আর। চিত্ররথ রূপবর; কালিকেবা পি
রবরে, সতীত্ব ভাঙ্গিল হে আমার। আমি নাহি পাইটের;
কিবা দেব বোর ফের; আচ্ছয়ে শুইয়া সঙ্গে মোরা।। চিত্র
রথ গিয়াবাস, দেখিল আমার পাশ; যখন হইল নিশী ভো
র। সেজন অদৃষ্ট হয়; পতি মেঘর তৎ সেকয়, পাখা দিয়ে
মারিল বিস্তর।। তার দোষে, মোর জাতি; গেল হইল অখ্যা
তি; কেন মোরে মারে নৃপবর।। শুনিয়া ভূপতি কয়, এতে
তার দোষ হয় মারিতে না পারে কদাচন। কিন্তু হইবে বিচা
র; আজিনা হইবে আর; তার মত করিব শ্রবণ। আজিয়া ও
রসবতী: কালি সঙ্গে করি পতি, লয়্যা এসো করিব বিচার
শুনি এরূপ বচন: সবিস্ময়, ভদাসী গণ, বিরচিল শ্রীনন্দকুমার

অথ চিত্ররথের পলায়ন ও কমলিনী
রাজার নিকটে গোহারি করে।।

পয়ার।। শুনিয়া নারীর কথা গন্ধর্ব্বের রাজ।। কমলিনী কা
ছে বড় পাইলেন লাজ।। চঞ্চল হইল অতি সদা ভয় মনে।
পাছে জানে আমি আছি কমলিনী সনে।। ধরে যদি আসি
মারে কি জানি কি হয়। আর মোর ইহার নিকটে না শোভয়

এতভাবি উদযোগ করিল পলাইবারে। দেখিয়া অমনি কম
লিনী ধরে তারে ॥ কোথা যাও প্রাণ নাথ তিলেক দাড়াও
রমণীরে একাকিনী রেখে কেন যাও ॥ সঙ্গে করে লয়ে যাও
বলিতেছি তাই। গলেদড়ি দেয়গে তোমার মুখেছাই ॥
কিবা ধন্য উড়াইলে আশা মোর২। আমার পতির কাছে
তোমার সুন্দরী ॥ যত বলে চিত্ররথ নাহি শুনে কানে। কি
রূপে ছাড়াবে হাত আছে অনুমানে ॥ গালি দেয় কমলিনী
বিবিধমতে তায়। জোরে হস্ত ছাড়াইয়া গন্ধর্ব পলায় ॥ পা
ছু ফিরে নাহি দেখে নাহি দেখে দিশে। উপনীত গন্ধর্ব
হৈল বিমরিশে ॥ কমলিনী ভাবে মনে এড়াইনু দায়। আর
না আসিতে দিব কদাচিত তায় ॥ আনন্দিতা কমলিনী হ
ইয়া তখন। পলবস্ত্রে পতি পাশে করিল গমন ॥ বেতাল
সত্বরে মায়া হৈল অদর্শন। ধিরে২ কমলিনী দিল দরশন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করিছে রাজায়। কৃপাবলোকন নাথ ক
রহ আমায় ॥ অকর্ম্ম করেছি আমি শুন নরপতী। উপে
ক্ষা করণা কহি সকাতরে অতী ॥ তোমার মহিমা যত দে
খিনু এখন। দাসী হৈনু অপরাধ করহ মার্জ্জন। এতবলি স্ত
ব করে ভূপতিরে সতী। তাহাতে রাজার ক্রোধ জন্মিল
অতি ॥ সরে২ বলী রাজা কহে বার২। কুলটা কামিনী কার্য
নাহিক আমার ॥ উপপতী পাশে যাও পিরিতী যথা হয়।
তোমাতে আমাতে প্রয়োজন কিছু নয় ॥ শুনিয়া কামিনী
পায় ধরিবারে যায়। ছুঁসনে বলিয়া রাজা নিবারিছে তায়।
তোরে স্পর্শ করিলে যে পাপের সঞ্চার। কদাচিত
স্পর্শ তোরে না করিব আর ॥ এতবলি নরপতি হৈল

শ্চ করিল। শুনে ধনী ভূমে পড়ি কান্দিতে লাগিল॥ দে
খে দয়া হৈল রাজা করিল আশ্বাস। সুস্থ হৈল শুনে ধনী
পায় কিছু শ্বাস॥ এইরূপে নিভাবর হৈল সমাপন। উদয় হ
ইল রবী তম বিনাশন॥ রাজ্যের নিশান সব সঙ্গে গেল তার।
নিত্যক্রিয়া আদি করিলেন মহাশয়॥ কেলীরাজ সভায়
চলিল নররায়। গলবস্ত্র কমলিনী পাছু২ যায়॥ কেলিরাজ
সমুখে ভূপতি উপনিত। কমলিনী সঙ্গে দেখে হইল বিস্মিত।
পুরুষের মুখ কণ্যা না দেখে কখন। হেন কণ্যা সঙ্গে যেন দা
সির মতন॥ মনুষ্য তো নহে এই আনি পূর্বাপর। অধিক হই
ল ভক্তি কহে নৃপবর॥ বসাতে আসন দিল সমাদরে তাঁ।
বীক্রমাদিত্যেরে রাজা জিজ্ঞাসে ভারতী। অসাধ্য সাধন
বাছা করিলে কেমনে। কণ্যারে করাতে বস নায়ে অন্যজনে।
আনন্দ হইয়াছে বড় দেখিয়া আমার। কহ শুনি বাছা হৈল
কোরূপ প্রকার॥ সভাস্থ সকল লোক চমৎকৃত হয়। নবকাব্য
শ্রী নন্দ কুমার কবী কয়।

রাজা বিক্রমাদিত্যের দেশাগমন
ও কণ্যার বনদাস॥

পয়ার। বিক্রমআদিত্য রায় কহিল তখন। পূর্বাপর যেরূ
প হইল বিবরণ॥ শুনিয়া ভূপতি অতি প্রসন্ন হৃদয়। কৌতু
কে যৌতুক দিল অমূল্য যা হয়। বিক্রম আদিত্য রায় চাহি
ল বিদায়। [illegible] কণ্যা হয়েছি নিজ রাজ্যে যাব রায়॥ শুনি কে
লিরা[illegible]শোকাতর হইল। সভক্তি পূর্বকে বহু মিনতি ক
রি[illegible]। বিক্রম আদিত্য বহুস্তব কৈল তায়। আনন্দে পূর্বকে
রাজা [illegible]দিলা বিদায়॥ কমলিনী সঙ্গে রাজা বিক্রম ঈশ্বর। চলি

য়া হইয়া পার কঙ্কালনগর ।। বেতাল হইয়া ঘোড়াচড়ে রট
জন । পারহৈল জলনিধি বিক্রমরাজন ।। জম্বুদ্বীপ মাঝে এক
কানন ভিতর । ঘোড়া হৈতে তেঁহ ইজন নাম্বিল সত্বর ।। কামিনী
কে কাননেতে পরিত্যাগ করি । সওয়ার হইল ঘোড়া মারি
আশ্রী হরী ।। কান্দিতে লাগিল কণ্যা বিলাপ করিয়া । বা
রেক বিক্রমাদীত্য নাচাহে ফিরিয়া ।। উপনিত হৈল আসি
রাজ্যে আপনার । দেখিয়া সবায় হয় আনন্দ অপার ।। নন্দ
লাচরণ হৈল অতিসমাদরে । দিজেকরে বেদধ্বনী আনন্দ
অন্তরে ।। বার দিয়া সভাতে বসিল নরপতি । বিস্তারিয়া ক
হে কমলিনীর ভারতি ।। শুনিয়া সকলে [illegible] সাকার
ন । পুর্ব্বমত রাজা রাজ্য করিতে লাগিল ।। বিরাচন্দ্র শ্রী নন্দ
কুমার কবিবর । বিক্রম আদিত্য কথা সুধার সাগর ।।

কমলিনীর খেদ বর্ণন ।

ত্রিপদী । বনেহ কমলিনী; ভ্রমিতেছে একাকিনী; নয়নে
গলিত বারিধার । অকলঙ্ক সুধামুখঃ রাজবালা সদা দুখি
দুঃখলেস নাশহ তাহার ।। দেখিয়া তাহার মন্দ; ভূপতি
ছাড়িল ধন্ধ, মন্মভেদি বেদনা জন্মিল । দ্বইজন হয়ে হারা;
কামিনী হইল সারা; জীবুতাল বিরহে জলিল । কাতরা হই
য়া অতি, কান্দিয়া বেড়ায় সতি, বিপদ সাগরেতে পড়িয়া ।
মহাবনে কিঙ্কর্তব্য; কর্ম্মছিন্ন থায়ে ধন্ধ, মনোব্যথা তাহার
লাগিয়া । কিমন্ত্রণা করি সার; উপায় না দেখি আ[illegible] বিধা
তার একি বিড়ম্বনা ।। কোথা হে কমলাপতিঃ আও[illegible] রে না
হি গতিঃ সাহতে না পারি এযন্ত্রণা । তুমি সবের ধ্বর হরি; তু
মি কর্ত্তা নাশ করি; তুমি সৃষ্টি প্রাণপুঞ্জ । তুমি লাইব স

ন্যঃ তুমি পাপ তুমি পুণ্য; বিশ্বরূপে তুমি বিশ্বময় ॥ তুমি বু
দ্ধি হৃদয় জ্ঞান; তুমি জীব তুমি প্রাণ; আত্ম পর নাহিক তোমা
র। তুমি জীবে ছাড়ান ও; সর্ব্ব ঘটে২ রও; তব তত্ত্ব মহিমা
অপার ॥ তুমি প্রভু ইচ্ছাময়; ইচ্ছাতে সংসার হয়; ইচ্ছাশক্তি
তোমাতে উৎপত্তি। তুমি কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রীয়া; কর জীব সংগ্রা
মিয়া, তুমি গতি তুমি সে অপুত্তি ॥ আমার শরীরে থাকী তু
বুদ্ধি আমাতে রাখি, প্রবৃত্ত করনে দিলে মন । সেইকর্ম্ম অ
নুসারে, আমি বিক্রম রাজারে, শাস্তি দিলে উচিত যেমন ॥ গ
ন্ধর্ব্বের সঙ্গে প্রীত; তায় হৈল বিপরীত, বাপের আলয় ছা
ড়াইলে। সমুদ্রে করায়ে পার; অপারে ফেলিলে আর; অক
ল তুফানে ভাসাইলে ॥ শ্রীমধুসূদন হরি; কিঞ্চিৎ করুণা
করি; দগ্ধ দহ দাসীরে তোমার। ভরসা শ্রীপাদপদ্ম; যা
হাতে কমলা সদ্ম; বিরচিল শ্রীনন্দকুমার ॥

কমলিনীর কাশীধামে যাত্রা ॥

পয়ার। এইরূপে হরিস্তব করিয়া সুন্দরী। কান্দিয়া ভ্রমি
ছে নিজ কর্ম্ম মনে করি ॥ বিক্রমাদিত্যের পুত্রি মন অতিশয়
দহা মনে করে তারে পত্রি যেন হয় ॥ কতস্থান বনে২ করিছে
ভ্রমন। দৈবে এক তপস্বী সঙ্গেতে দরশন ॥ প্রণাম করিল ধ
নী তাহার চরণে। উদাসিনী দেখী যোগী ভাবিলেন মনে ॥
কেহেন সুন্দরী কন্যা একাকিনী বনে। কি খেদে ভ্রমন কর
কার [illegible] মনে ॥ কমলিনী প্রতী জিজ্ঞাসিল তপোধন। কে
তুমি [illegible] বনে ভ্রম কি কারণ ॥ নবিনা যুবতি একাকিনী
কি পাপে মলিনা হইয়াছ উদাসিনী ॥ যৌবনে
ক [illegible] কলেবর। কিবা অভিলাষে অভিলষিত অ

স্থর। শুনিকমজিনীকহে শুনতপোধন। মমপিতা সাগদ্বূ-
কিয়াপোের রাজন॥ পিতামোর কেলীরাজা কঙ্কাল নগর।
আমারে বিবাহ হৈল বিক্রমঈশ্বর॥ দ্বিতীয় রিতী হৈল মোরগ
ন্ধর্ব্বেররাজনে। অনুঢ়াছিলামঘরে পিতার ভবনে॥ পুরুষের
মুখনাহি হেরি কোনদিনে। কেবলগন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ বিনে
মহারাজা বিক্রমসেনঅনন্তরপুরায়। বিবাহ করিল দোষ না
জেনে আমায়॥ পরেবেক্ত হৈলসব তাহারনিকট। যতেক
করিয়াছিনু পূর্ব্বেরকপট॥ গন্ধর্ব্বেরা শুনাকরি রাজরাজে
শ্বর। আমারে আনিলপার করিয়া সাগর॥ মহারাজ্যকে
ছাড়িয়াকাননে। অশ্ব আরোহনে গেলনিজনিকেতনে॥
সেইখেদে খেদিতা হৈয়াছি মহাশয়। উপায় আমারে কহ
শুনিহ দয়াময়॥ যেপ্রকারে বিক্রমাদিত্যেরে পতিপাই। ই
হাভিন্ন আরকোন বাঞ্ছা নাই॥ কণ্যার কাতর বাক্যশুনি
তপোধন। দয়াউপজিলমনে কহেনতখন। একমাত্র উপায়
ইহার শুনসতি। ত্বরায় প্রয়াগে যাত্রাকর রসবতি॥ ত্রীবে
ণীসঙ্গমেতে কাম্যকূপ নিরূপণ। তাহাতে মরিলে হয়কাম
পূরন॥ অতেবতোমারে মরা উপযুক্ত তায়। পূর্ব্বস্বরা হয়ে
শিঘ্র পাইবে রাজায়। তপস্বিরবাক্যশুনি আনন্দিতমন। পু
প্রনমিয়া বিদায় হইল ততক্ষণ॥ অবিস্রাম দিবারাত্র চলে
বলেহ। জিবনধারন মাত্র কিরনজিবনে॥ শ্রী যুক্ত শ্রী চুনি
লাল দাসের আদেশে। কমজিনী রিশেষ এ[illegible] অবশে
ষে॥ বাবুজীর কামনা কিরনমাত্রসার। বির[illegible] কাব্য
শ্রী নন্দকুমার॥

অথ কমজিনীর প্রয়াগে প্রস্থান।

পয়ার। কাশিধাম উত্তরিল কত দিন পরে। জাহ্নবিতেক
রি স্নান দেখে বীস্বেশ্বরে ॥ দীন পাঁচ কাশীতে থাকি
য়া রসবতী। কাশীনাথে পুজাকরে নীষ্ঠাকরীমতী॥ পরে প
য়াগেতে যাত্রাকরীল ত্বরায়। বেণীমাধবের তথা দরশন পাঁ
য়॥ পুজাকরী পঞ্চরাত্রী উপবাসী রয়। পরেযুক্তবেণী তীঁ
রে উপনীত হয়। স্নানদান করীধণী পুজে কাম্যজপ। মনেং
ভাবীয়ে বীক্রমাদীত্যের রূপ॥ পতী পাই বীক্রম আদীত্য
নৃপবরে। রসালাপে বঞ্চীয়েন একই বাসরে॥ ইহাবলী উ
ঠিলেন ভাবীশুদ্ধরূপে। ছাড়ীয়াজিবন আসী ঝাপদীল কু
পে॥ অমোঘ তীর্থের জল খণ্ডীবার নয়। সেই কমলীনী
মৌরভঞ্জে জর্ম্মলয়। মৌরভঞ্জ ভুপতীর তনয়া হইল। মৌন
বত্তে মৌনবতী নামটী রটিল॥ জাতীস্মরা কণ্যা পূর্ব্ব হই
ল স্মরন। বীক্রমাদীত্যের জন্যে কৈল এইপন। মৌনবৃত্তভা
ঙ্গাতে যে পারীবে আমার। সেইপ্রাণধন পতী হইবে তাহা
র॥ এইকথা ঘোসনা করীল নৃপবর। ব্যাপিত হইল সর্ব্ব
দেশদেশান্তর। কতরাজা বিবাহ করিতে আইসে তায়। না
পারিয়া অবশেষে হারিয়া পলায়॥ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে বি
বাহ হইল। সেকথা বাহুল্যে ইথে আকাঙক্ষা রহিল। এ
রূপে আরখণ্ডে তার বিবরণ। পশ্চাতে রচনা তাহা করিহ
শ্রবণ॥ শুকপক্ষ নয়ে পরে আক্ষেপ রাজার। বিরচিল কবী
রতন শ্রী... তমার॥—

... শুক ... বিজয়ে রাজার কাশি গমন॥

... পতি শুকশোকে ক্ষিপ্তমতি। নিরন্ত

র ঝুরে দুনয়ন। কোথাপাব শুকসারি, কেবাহেন হিতকারি, দিবেশুক সারিরজিবন ॥ কাতরাত্ম শির্ন্ত কায়; বিদার্ন্ত হৃদয় তায়; বিক্রমআদিত্য নরপতি। প্রকিত পাগলপ্রায় সদাকরেহায়২; বলেমজাইল ভানুমতি। রেখেছিল করিস্নেহ, শুকসারীমৃতদেহ; তৈলভুক্তকরিয়াযতনে। সঙ্গেলয়েসেইকায়া, ছাড়িয়াসংসারমায়া, মহারাজাচলিলকাননে। পাত্রমিত্র গনযত, নারীগন বিধিমত; শতং বুঝাইল তারে। কিছুতেনামানে বোধ; নাহিশুনে উপরোধ; মম্মকথাকহিল সবারে ॥ মিথ্যাকর আকিঞ্চন; শুকশোক নিবারন, জিবন থাকিতে হবেনাই। তবেসে বুঝিতেপারি; যদিএই শুক সারি, পুনর্ব্বার সজিবনপাই ॥ নতুবা আমার প্রাণ; এইপথে সমাধান; তেমন সুহৃদকেবাআছে। দুষ্টানারি বাক্যফাঁসে বদ্ধহয়ে অনায়াসে, শুকেমারি রবকারকাছে ॥ সুনিতিজ্ঞা সভাজন; তারমতকোনজন; নয়নেদেখিতেনাহিপাই। সংসারেতে কিবাসুখ, বীযভাগে সুদ্দদুঃখ, এইহেতু শুক আমাচাই ॥ রাজারএতেকবাণী; শুনিভানুমতিরাণী; বিলাপে বুঝায়কত তারে। তুমতুল্য বাক্য তার; ইঙ্গিতেহইয়াপার কাননে পসিলনররায় ॥ খেদান্ত করয়ে অতি, বিক্রমেশ নরনাথ; কাশীক্ষেত্রে উপানিত হয়। পরিয়া মন্যাসিবেশ, জটাজুট বান্ধিকেস; মণিকর্ণিকায়ঘাটে রয় ॥ মহাকালেশ্বরেশ্বর: প্রজাকরে শুভধর, যোগধ্যান সমাধী [illegible]। ফলকেকোটেকাল; সদাকালে সদাকাল চিন্তাক[illegible] বসিযোগাসনে। চন্দনাক্তবিল্লদল; সহিতগঙ্গা[illegible]

নঅর্পন। ভাবিয়াঅনাদিআদ্য; ঘন[illegible]

বেষ্টন নত্তন। অতঃপর পঞ্চতপঃ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ, একাসনে উদয়াস্তমানে। জয়২ শিবহর, বৃন্দাবনান্তশুবেশ্বর; করকৃপা মামতি অজ্ঞানে ॥ শ্রী নন্দকুমার ভনে, হেরহর দিনজনে; তবপদ প্রাপ্ত অভিলাষ। শ্রী চুনিলাল দাস, সদাকাল করেআস, অন্তেমোরে দি ওকাসিবাস॥

শুক সারির প্রাণদান॥

পয়ার। মহাকষ্টে মহারাজা পূজেমৃত্যুঞ্জয়। ক্রমে২ উত্তীর্ণ হইল বর্ষদ্বয়॥ নিষ্ঠামনে নরপতি ডাকে মহেশ্বরে। আশুতোষ আশুআসি ডাকে দিনবরে ॥ এইরূপে নিত্যরাজা মহানিশাপর। ডাকেন সঙ্করনাম করি উচ্চৈস্বর॥ একরাত্রে অন্নপূর্ণাসহ বিশ্বনাথ। ভ্রমিতে ছিলেন ভূপে দেখিল সাক্ষাত॥ মুদিত নয়নে অতি কাতর অন্তরে। কায়মোনে এক যোগে ডাকে মহেশ্বরে॥ দেখিয়া সঙ্করীঅতাহইয়া কাতরা। শঙ্করে সম্বোধিকন সর্ব্বশান্তিকরা॥ হের হের স্মরহর প্রিয়ভক্ত তব। কাতরে করিছে স্তব দয়াকর ভব॥ ভবানিবচনে ভব দেখি নরবরে। আশুতোষ আশুদয়া জন্মিল অন্তরে॥ কপটজটাল হৈলা সন্যাসীর বেশ। গায়ে ভস্ম ভূষণ ধূর্জ্জটী ব্যোমকেশ॥ বিক্রমাদিত্যের আগে গিয়া দাণ্ডাইলা। শাঁ বর বলিঘন গালে বাজাইলা॥ শুনিয়া মধুর ধনী পুলকিত মন। নয়ন মিলিয়া দেখে বিক্রম রাজন॥ অবধূত দেখি রাজা বন্দি[illegible] চরণ। আশীর্ব্বাদ করি যোগী কহেনবচন॥ মনোভিষ্ট [illegible] হউক আশীষে আমার। কিকারণে কষ্ট পাও [illegible] ॥ রাজাকয় আপনীকে কহ মহাশয়। [illegible] আ[illegible] [illegible] দেবপরিচয়॥ সন্যাসী কহেন মাপুকি

য়া কাজ তাতে । আমি তত্ত্ব কহ শুনি ফলপাও যাতে ॥ আমি উদাসীন যোগী সন্যাসী এখানে । ভিক্ষার ভক্ষণ করি লোক শিরধ্যানে ॥ শুনিয়া ভূপতি অতি বিনয় বচনে ॥ স্তবক রে সন্যাসীর ধরিয়া চরণে । প্রবঞ্চণা করিছনা তুমি মহামতি । চিনিয়াছি তুমি শিব বারানশী পতি ॥ দুঃখ দেখি দয়াকর দেব দিগাম্বর । আমি অতি দিন হীন কাতরন্তি ন্তর ॥ তবেতুষ্ট পশুপতি ভূপতিরে কন । যাচাহ মানস পুষ্ট করিব এখন । শুনিরাজা পুলকেতে শরীর পুরিল । মৃতদেহ শুকশারী বাহির করিল ॥ বলে প্রভু প্রাণদান দেহ দুজনার ইহাভিন্ন অন্যবর নাহি চাহি আর ॥ শঙ্কর বলেন বাপু মরিলে কিবাঁচে । শিশুসম কথা শুনিয়াছ কারকাছে ॥ রাজা বলে ইহা ছাড়া অন্য নাহি চাই । ত্যজিব এপ্রাণ যদি ইহা নাহি পাই ॥ বাধ্য হৈয়া বিশ্বেশ্বর এড়াতে নাপারি । মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে বাঁচাইলা শুকশারী ॥ প্রাণপায়্যে শুকশারী দেখি বিশ্বনাথ । ভূমিলুটী শঙ্করেকরিলা প্রণিপাত ॥ বিক্রমাদিত্যেরে দিল আশ্বাস বিস্তর । প্রাণদিলে আমারে তুমি মহেশ্বর ॥ অতি পুণ্যবান তুমিতুল্য দিতে নাই । সকল মঙ্গল অতঃপর চলযাই ॥ শুকশারী দুইজনে হইল মিলন । উভয়ে উভয় প্রশ্ন কথোপ কথন ॥ অদর্শন ত্রিলোচন হইলা তথায় ॥ শুকশারী সঙ্গে গৃহে আইল নররায় ॥ বিধি মতে মঙ্গলাচরণ করাইল । আনন্দিত সর্বজন সম্প্রতি আইল নিত্য২ নরপতি শুকশারী সনে । কৌশলে থাকে অতিরস আলাপনে ॥ শুকশারী প্রাণদাম সরস গাথায় । ... ধনিকর এক পক্ষ হৈল সায় ॥ ... পয়ার ॥ অপ... ভূপতি শু

ক্ষের কাছে অতি। কহিতে লাগিল শুকে করিয়া মিনতী॥
অকর্ম্ম করেছি আমি তোমারে মারিয়া। তাহে মহাপাপ
আছে আমারে ঘেরিয়া॥ মিত্রদ্রোহ পাপেহয় নরকদুর্ব্বার
শুনিয়াছি শাস্ত্রে কহে নাহিক নিস্তার॥ শুনিয়া রাজার
কথা শুক পক্ষ কয়। স্থিরমন কররাজা নাকরিহভয়॥ সং
সারের সার গুরু মূল কর্ণ্ণধার। যাহাহৈতে অবহেলে ভবে
হয় পার॥ গুরুপ্রতি ভক্তিকর অশলে থাকিবে। গুরু ভক্তজ
নে পাপ কভু নাস্পর্শিবে॥ সর্ব্বদেব কষ্টহৈল গুরুরক্ষা করে
গুরুকষ্টে রক্ষনাহি অশক্ত অমরে॥ গুরুর কৃপায় অমরত্ব
পায়নর। গুরুছাড়ানহে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর॥ শুকবাক্য শু
নি কহে বিক্রম ভূপতী॥ অপূর্ব্ব কহিলে শুক মধুর ভারতী
গুরুভক্তি ইতিহাস শুনিতে প্রয়াশ। গুরুভক্ত কেবা ছিল ক
হ সেপ্রকাশ॥ গুরুশিষ্য উভয়ের হইবে সম্মান। শিষ্যত
ত্তি প্রকাশিবে গুরু মোহদান ইহা বিপরীতে শিষ্য নরকে
তে যান। বীপর্য্যয়ে গুরুতার কোন গতিপান। বিস্তারিত ক
রি শুক কহ বিবরণ। নূতন কবিতা কবিরত্ন বিরচন॥

শুকোক্তি গুরুভক্তি বিলাস॥

পয়ার॥ শুকবলে মহারাজা করহ শ্রবণ। গুরু ভক্তি কথা
অতি দৃঢ় প্রকরণ॥ মৎস্য দেশে ছিল একরাজা গুণধাম।
সুচন্দ্র তাহার নাম রূপে অনুপাম॥ নিত্য নিজালয়ে গুরু
সেবে নরপতি। আশ্চর্য্য করিবে জ্ঞান শুনে সে ভারতী। প্র
ত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নরনায়। নিত্যক্রিয়া সারি স্নানে
শুদ্ধ করিকায়॥ ধৌতবস্ত্র পরি গুরুস্থানে উপনীত। যেঘরে
শয়নে গুরু আছেন নিদ্রিত॥ গলবস্ত্রে নরপতি দাণ্ডাইয়া

রয়। যতক্ষণ শুকার নানিদ্রা ভঙ্গ হয় ॥ নিদ্রাভঙ্গ হৈলে রাজা অতি সযতনে। সুবাসিত জল আনি দেন ততক্ষণে ॥ আচমন করাইয়া করেন আরতি। বিশহ উচিত সেবা আনন্দে মতি ॥ তৈল মাখাইয়া স্নান করায় আদরে। গন্ধ পুষ্পে পূজা করে হরিষ অন্তরে ॥ নানা দ্রব্য উপহারে করে নিবেদন কর্পূর বাসিত জল গন্ধে হরে মন ॥ তার পর শাল্যন্ন সমৃত উপহার। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন পক্ক মিষ্টান্ন অপার ॥ পরিতোষ রূপে শুক করায়ে ভোজন। স্বর্ণদণ্ড মধ্যে রতন পালঙ্কে সয়ন ॥ সুগন্ধি তাম্বুল নিবেদন করি রায়। পাদসম্বাহন করে পুলকিত কায় ॥ পাশে থাকি চামর ব্যজন করে রাণী। শুক ভক্তি তেমন না দেখি নাহি জানি ॥ নিদ্রিত হইলে শুক : চন্দ্র রাজন। রাণী সহ করে শুক প্রসাদ ভোজন ॥ ভোজনান্তে আচমন তাম্বুল খাইয়া। বাহির দেওয়ানে গিয়া বৈসেন রহিয়া ॥ শুক আজ্ঞা বিনা রাজা নাহি জানে আর। গুরু বিনে সংসারে নাহিক দেখে সার ॥ সর্ব্বকর্ম ছাড়ি আগে গুরু সেবা করে। গুরু আজ্ঞা করিলে ভূপতি বাচে মরে। নরব্রহ্ম গুরুকে দিবে আছে বেবচন ॥ সেই শাস্ত্র সার জ্ঞানে করেন পালন ॥ গুরু ভক্ত তেমন দ্বিতীয় নাহি আর। যেমন ভূপতি রাণী তেমন তাহার ॥ এইরূপে কিছু দিন হৈল অবসান স্বচ্ছন্দে করয়ে রাজ্য ভূপতি প্রধান। রাগ শোক নাহি কভু সদানন্দে রয় ॥ কালে বর্ষে জল ধারা সস্য পর্য্যাপ্তময়। প্রজা লোক সুখি হয় সন্তোষিত মন ॥ গুরু ভক্ত রাজা· হইল ঘোষণ ॥ হইল অদ্ভুত রঙ্গ শুন নরপতি। শ্রীনন্দ সর্ম্মা রচনে মধুর ভারতি ॥

রাজশুকের দাসির সম্ভোগ ॥

পয়ার। সুঙ্গমারি নামেদাসি আছিল রাজার। চামরব্য
জনে রাজাতারেদিল ভার ॥ আপনিভূপতি জান বাহিরঙ্গে
শুয়ানে। শুঙ্গমারিদাসি থাকে শুকসন্নিধানে ॥ পরম রূপ
সীবণা জিনিবিদ্যাধরি। হাবভাবে শরিরপূর্ণ রসেরলহরি
উচ্চস্তনি ক্ষীণমধ্যে লাবন্য ললনা। ভুরুকটাক্ষেকন্দে কত র
সের ছলনা ॥ দেখিয়া রাজারশুক হইলামোহিত। সরদার
মণ ইচ্ছা দাসিরসহিত ॥ ছলেকলে একদিন কহিলেন তায়
আলিঙ্গনদিয়াধণী বাচাহ আমায়। তবপ্রতি মমমনহইল
চঞ্চল। করিয়া যৌবনদান নিভাহ অনল ॥ শুনিয়া শুকের
বাক্য রাজদাসিকয়। অনুচিতকনকেন কিপ্রকারহয়। আ
মিহেন রাজদাসি তুমিশুক তার। কিরূপে দাসরসনে করি
বে বিহার ॥ প্রকাশহইলেরাজা নাসিবেআমায়। তুমিহবে
অমান্য ভাবিয়াদেখতায় ॥ শুকবলে আমামানে বলকিবা
হয়। অনঙ্গদহনে মোরমন প্রাণদয় ॥ মরিলেএমান লিয়া
কিবাহবে ফল। জিবনথাকিলেহয় সকল গকল ॥ শুনিয়া
কহিছেদাসি ক্ষন্ত করমন। বিষম সমিস্যা এই আতব দুঘন।
ব্যস্তহয়েকন শুর শুনহবচন। গোপনে থাকিব না জানিবে
কোনজন ॥ দাসিকহে প্রভু একেমন কারহয়। পাপকক্ষ ক
দাচিত ছাপানাহিরয় ॥ অবশ্যপ্রকাশপাবে কলঙ্ক রাগরে
আ. নি মজিবেআর আমারেমজাবে ॥ দাসি নাশ্বিকারক
রে শুক হনরত। নিবারিতে নারে হইয়াছেমনমত। চাপিল্ল
বিশম কাম নাহিহয়সান্ত। একেবারে ভ্রান্তিতে হইলমহা
ভ্রান্ত। সকাল হইলতাহ নাসিকেন হ্রাসি। আজ্ঞাজকরেম

ন লাগে প্রেমফাঁস। দেখিয়া দাসির মনে হইল বিস্ময়। আ
কিঞ্চন দেখিয়া সম্ভ্রম ভবে হয়॥ হাসিয়া পালঙ্কে গিয়া বৈ
সে রাম পাশে। একেবারে ঢলাঢল প্রেমাম্বুতে ভাসে॥ বহু
দিন স্ত্রী আলাপ আছিলেন ছাড়া। অধর হইয়া কাম যাগে
রাগ বাড়া॥ রাজদাসি রাজগুরু অপূর্ব্ব মিলন। সর্ব্বদা সম্ভো
গে রত করিয়া গোপন॥ নব প্রেমে নিত্য২ করয়ে বিহার
অতি সঙ্গোপনে কেহ না পায় সঞ্চার। এমনি ধর্ম্মের কর্ম্ম দে
খহ কৌশল। কেবা এড়াইতে পারে অধর্ম্মের ফল॥ এক দি
ন নিশাতে দুজনের রতি ধুম। প্রায় নাশ। অবসান না হইল ঘু
ম। রতি শ্রান্তে আলস্যেতে অবশ হইল। দ্বার খোলা দুইজনে
পালঙ্কে শুইল॥ মুখামুখী হইয়া নিদ্রিত দুইজন। আলুথা
লু কেশপাশ বসন ভূষন॥ প্রভাত হইল নিশি উদয় তপন।
করিতে গুরুর সেবা আইল রাজন॥ দ্বারে মুক্ত দেখী অতি বি
স্ময় হইল। আস্তে২ গৃহমধ্যে প্রবেশ করীল॥ দেখিল দা
সির সনে গুরুর শয়ন। অমনি বাহিরে আসি দাণ্ডায় রাজ
ন॥ কিঞ্চিত তাহাতে রাজা বীকার না হয়। কোনমতে গুরু
প্রতি ক্রোধ ক্রটি নয়। ভাবে রাজা ইচ্ছাময় গুরু ইচ্ছা যাহা। ই
চ্ছায় যাহ রতার কে খণ্ডাবে তাহা॥ এত বলি আস্তে২ দ্বার
ভেজাইয়া। বারবার কহেন রাণীর কাছে গিয়া। সাবধান হবে
রাণী ভক্তিতে থাকীবে। শুশ্রূষা দাসীরে না অশ্রদ্ধা করীবে
গুরুভোগ্য গুরু প্রাপ্ত হয়েছে এখন। কোন কর্ম্মে তারে না করা
ইবে নীয়োজন। সিংহাসনে বসাইয়া সেবা কর তার। ভেবে দে
খ এরূপের কী বা ভাগ্য আর॥ গুরু প্রভুর পত্নী আর আপন
তু জন। অদ্য ইহারে স্বইচ্ছনে কর্ম্মনীয়োজন॥ এতবলী রাণীরে

আনীয়াদেখাইল। দেখীয়াণী রাজপুতা কহিতে লাগীল
ক্রোধে কোরীল গুরু, পাইলঙ্গনারী। আমরায়ুগলরূপ সর্ব্ব
মানেহারা॥ এতবলী অন্দরেম হলেগেল রাণী। অদর্শন হ
ইয়া রহীল দণ্ডপাণী। কাথক্ষীণ বালস্বে গুরু পাইল চেতন
দেখীয়া অধীকবেলা সচঞ্চল মন॥ উঠাইয়া দানীরে বী
দায়করে তবে। কবাকহে যাহইয়াছে আরকীবাহবে॥

রাজ গুরুর রাজাকে মারিবার মন্ত্রণা॥

লঘু ত্রিপদী॥ গুরু ভাবে মনে, দ্বার বিমোচনে, রাজাবুঝি
দেখিয়াছে। কেমনকরিয়া; সরমখাইয়া; বসিবরাজারকাছে
কিম্বা অনাদর, করি নরবর; সেবানা করে আমায়। করিয়া
কিকায; পাইনু কিলাজ; দু নামে নাহিক পার॥ অথ্যাতি
যাউরি; হেটমাথাকরি; কতক্ষন ভাবেমনে। কেনকালেরায়
আইলাতথায়, আত্ত্য কার্য্যের সাধনে। রাজারে দেখীয়া
সঙ্কোচহইয়া: গুরুর নাহীকবাণি। পেয়েছেন লাজ, করি
এইকাজ: জানিলেন দণ্ডপানি॥ নাকরিপ্রকাস: নৃপ কিত্তি
বাস: সেবাকরে নিত্তিমত। ভক্তিত্রুটিনয়: সমভাব রয়: সে
কথা বর্জ্জিবকত॥ হোথারাজরাণী; সমাদরে আনি; বসা
ইয়া সিংহাসনে। হয়েপুলকিত, সেবেযথোচিত, গুরু পাপী
জ্ঞানমনে॥ কোনকথা আরনাকরে সঞ্চার, জেনজানি যানা
জানে। দাসীপায়ভয়, সঙ্কোচিত্তাহয়; সেব্যজনে সেবে অ
নে॥ রাণীতুসিতায়, সকলজানায়; অভয়করিয়াকয়। তুমি
শুকভোগ্যা; নহদাসীযোগ্যা। কিছুনাকরিহভয়। তবদাসী
আমি, দাসত্ত্বেভূস্বামী; তুমিহলেপুজনীয়া। তোমারসেবায়

নিযুক্ত আমায়, ভূপাতদিল করিয়া ॥ কিভয়তোমার; নিক
টে আমার, আমিদাসী তবপায়। শুকদেবপ্রাণ, কর সন্ধা
ন, কভুকষ্টনহেরায় ॥ শুনিয়াবচন; শুস্থহয়মন, দাসিরম্বাচ
লতয়। সদাসুখিহয়, শুকমনেরয়, ভাবেরলাঘবনয় ॥ পিত্য
য়নিশায়, শুকপাশযায়, অনুরাগে বাড়েপ্রীত। রাখানাহি
হয়; প্রেমসুখেদিয়; দুইজনে আমোদিত ॥ বৎসরেক যায়;
এইরূপেতায়, পরেরজকিছু হয়। সুখ সাধে অতি, সুপ্রসন্ন
মতি; দাসীপ্রতিশুককয়। শুনপ্রাণপ্রিয়ে, মননিবেশিয়ে; ম
ন্ত্রণাকরেছিমনে। পাইয়াছেটের; রঙ্গআমাদের; রাজারাণী
দুইজনে॥ কিজানিকিরূপ; পরেকরেভুপ, ঐভয়সদা হয় ।
অতেব রাজায়; মারাসুউপায়, রাখাকোন মতে নয়, আমি
কহিযাহা; রাজাকরেতাহা; মারিব অনাশেতায়। কিন্তু আ
ছেআর, স্বহস্তে আমার, মারিবারে নাযুয়ায়। কৌশলকরি
য়া; পরহস্তদিয়া, স্থানান্তরেবিনাশিব ॥ রাজা [illegible]; রা
হিকোনত্রাস; অনাশেরাজ্যলইব। শুনিদাসীকয়; এউচিত
নয়, কথাবিপরীতঅতি। কথায়জেজন; ছাড়য়েজীবন; সংঘা
তিকতারপাতি ॥ বধোকেনসবে; অপরাধহবে; অপরাধিনে
হুনয়। শুকত্রামতার; শিষ্যসেতোমার; শ্রীনন্দসমারকয়।

রাজার সহিত শুকের বনযাত্রা।

পয়ার ॥ শুনিয়াদাসীর কথা রাজগুরু হয়। আমিভাবিয়া
ছি নষ্টকরা শ্রেয়হয় ॥ দাসী কহে মারিতেনা পারিতে গো
সাঞি। শুকভক্ত জনের অকাল মৃত্যু নাই ॥ আপনি মজিবে
শেষে বিপদে পড়িবে। ভুপতিরকিছু মাত্র করিতে নারিবে।
শুককহে বুঝিবকো দোষব এখন। হবার যদ্যপিহয় নহে নি

হারণ॥ পরেরতি ক্রিয়াশায় পরম উল্লাস। রাত্রি পোহাইল রবি হইল পুকাশ করিতে গুরু রসেবা আইল ভূপতী। ধেয়ে২ কনগুরু নৃপতির পতি॥ মানস হৈয়াছি বাছা বেড়াইতে বন। তোমার সহিত যাবন হে অন্য জন॥ শুনিয়া ভূপতি কন যেআ জ্ঞা। তোমার। আজ্ঞাবহিত হৈতে শক্তি কি আমার॥ স্নাত করিয়া ভূপে সঙ্গেতে করিল। যাত্রাকরি গহন কাননে পুবেশিল॥ বৃক্ষাবৃত বনরবি দৃষ্টি নাহি হয়। সিংহ ব্যাঘ্র ডাকে কত শুনে লাগে ভয়॥ বনদেখি মন্ত্রণা করিল দুরাচার ছলকরি এইবনে করিব সংহার॥ একাকী পাঠায়ে দিব জল অন্বেষণে। হিংসক জন্তুতে খাবে পুবেশিলে বনে॥ ইহা ভাবিছলে শ্রান্ত হৈয়া দুরাশিত। বৃক্ষতলে বসিল হইয়া পিপাশিত॥ ভুপতির প্রতি কহে প্রাণমোর যায়। জলদিয়া বাচাহ দারুণ পিপাশায়॥ পিপাশিত দেখি গুরু ব্যস্ত নর পতি। জল আনিবারে বনে করিলেন গতি॥ নানাস্থান ভ্রমিয়া নাহি কি পায় জল। কাতর হইল রাজা ভাবিয়া বিকল॥ কোথা জল পাব গুরু পিপাশে কাতর। বনমধ্যে দেখিতে নাপাই সরোবর॥ স্থানে২ জল অন্বেষণ করে রায়। কোন স্থানে সরোবর দেখিতে নাপায়॥ যোগমায়া জানিয়া আইলা সেইবনে মায়া সরোবর করি পুরিলা জীবনে॥ মনহর অষ্টসখি লইয়া নিজসঙ্গে। জলকেলি করিছেন হরবত রঙ্গে॥ সেইস্থানে গ চন্দ্র ভূপতি উপনীত। সরোবর দেখিয়া হইল আনন্দিত। ঘাটে গিয়া জলল ভাবিছেন মনে। জলপাত্র নাহি সঙ্গে লইব কেমনে॥ অনেক মন্ত্রণা করি করিয়া যতন। জলানিতা ভিজাইয়া উত্তরি বসন॥ তাহাদেখি ঈষৎ হাসিয়া ভগবতী।

কহিতে লাগিল রাজা শুচন্দ্রে প্রতি ।। কিবা হেতু জল লও
তুমি কোন জন । বিশেষ বিস্তারি মোরে কহ বিবরণ ।। রাজা
বলে কেমা তুমি রমণী আকার । তোমারে দেখিয়া ভয় জ
ন্মিল আমার ।। নিবীড় কানন হেথা মনুষ্য নারয় । জলবতী
কেমনে এখানে গাত হয় ।। দেবী কন নিকটেতে আমাদের
ঘর । সদা ব্যবহার করি এই সরোবর ।। তুমি নিজ পরিচয় দে
হ না কারণ । কার জন্যে লহ জল কহ বিবরণ ।। রাজা কয় বি
স্তারিতে বিলম্ব সে হয় । সংক্ষেপে কহিব মাতা লহ পরিচয়
মৎস্যদেশে ঘর মোর রাজা তথাকার । শুচন্দ্র আমার নাম
আছয়ে প্রচার ।। গুরু সঙ্গে ভ্রমিতে আইনু বনস্থল । তৃষ্ণায়
কাতর গুরু নিতে আনু জল ।। বিলম্ব হইল মাতা রহিতে না
পারি । প্রণাম চরণে তব করি পরিহারি ।। গুরু মোর দুঃখ
পান কি কহিব আর । ইহা বলি দেবীরে করিয় নমস্কার ।।
শুনিয়া অভয়া কন জানিয়া সন্ধান । শুধু জল গুরুরে না
করাইও পান । এক ফল দিই আমি খেতে দিও তায় । ফ
লেতে পাবেন ক্ষমা কিকরে তৃষ্ণায় ।। দেবীদত্ত ফল লৈয়া
ভুপতি [illegible] ।। মুহুর্ত্ত্যেকে গুরুর নিকটে উত্তরিল ।।
দেখিয়া গুরুর মনে দুঃখ জনমিল । দুর্গম হইতে বেটা
ফিরিয়া আইল ।। নামরিল এক্ষণে কি করিব উপায় । কি
[illegible] ছল করিয়া পাঠাই পুনরায় ।। সুখেতে সম্ভাষে শিষ্যে
বচন কোমল । অন্তরেতে কুমন্ত্রণা রাখি হলাহল ।। এসো
বাপ বড় কষ্ট পাইলে কাননে । ভাবিতে ছিলাম আমি
তোমার কারণে । একাকি কাননে গিয়াছিলে বাছাধন । সে
ই ভাবনায় তৃষ্ণা হৈল নিবারণ ।। রাজা কহে প্রভু চিন্তা না করি

হমনে। তবার্থেনাহিক ভয় জিবনমরনে। ফলখায়ে জলপান
করনহাশয়। ফলদেখি গুরুদেব ভূপতিরেকয়॥ কোথাবা
পাইলেফল নামকিইহার। নাজানিলে জলখাওয়া নাহবে
আমার॥ শুনিয়ানেফলনিয়া চলেন নৃপবর। উপনিত হইলে
ন সেইসরেবর॥ রাজারে দেখিয়াদেবি হাসিলেনমনে। সু
ধোধিয়াকেন আগমনকিকারনে। রাজাবলে কহমাতাকরি
নিবেদন। ফলেরকিনামআছে করিবশ্রবণ। নামনাজানিয়া
গুরু নাকরেভোজন। এইহেতু সুধাইতে মম আগমন। শু
নিয়াকহেনদেবী কিকহিবআর। সিববিনে কেবাজানে কি
নামইহার॥ সিবেরনিকটে গেলেপাবে বিবরণ। শুনিয়াদে
বিরেকহে সুচন্দ্র রাজন॥ নরহয়ে কৈলাশেতেযাব কিপ্রকা
র। উপায়করহ শরনলইন তোমার। দেবীকন ভয়নাই স্থি
রকরমন। এখনপাঠায়েদিব সিবেরসদন॥ এতবলি বিজ
য়ারেসঙ্গে দিলতার। চক্ষেরনিমেষেগেল সিবেরআগার বথা
য়বসিয়াসিবতথাউত্তরিল। শ্রী গুরুচরণভাবি কবি বিরচিল

শুচন্দ্র রাজা ফলেরনাম পাইয়া গুরুকেফলদেন॥

পয়ার। প্রণাম করিয়া সিবেস্তবকরে রায়। দনয়নে বহে ধা
রাপুলকিতকায়। ব্যগ্রতাদেখিয়াভবভুপতিরেকন। কিনিম
ত্তেআমার নিকটে আগমন॥ ভুপতিকহিল শুনি সবৃত্তান্ত
সকল। কহপ্রভু কিবানাম হয়এই ফল। হাসিয়াকহে হর
আমিনাহিজানি। জানেন ফলেরনাম দেব চক্রপাণি। রাজা
বলেকোথাগেলে দেখাপাবতার। ফলেরকারণে গুরু দুঃখি
ত আমার॥ গুরুপ্রতিভক্তিতার দেখিত্রিলোচন। হইলাস
দয়অতি ভাবেরকারণ॥ আপনিকহিয়াসঙ্গে চলিলারাজা

য়। বৈকুণ্ঠেতে উপনিত হইলা নররায় ॥ প্রণাম করিয়া দোহে
দেবনারায়ণে। বসিলেন দুইজনে বিষ্ণু সন্নিধানে ॥ বৃত্তান্ত
কহিয়া হর কহিলা বিশেষ। ফলের কিনাম আছে কহ হৃষি
কেশ। গুরু ভক্ত এইজন অতি শুদ্ধকায়। গুরু ভক্তি ডোরে ব
দ্ধ করাল আমায়। শুনি সিববাক্যে হাসিলেন নারায়ণ। অ
ন্তর্যামি জানিলা সকল বিবরণ ॥ হরি কন কি কহিব শেষে জা
নাবাবে। ভাঙ্গিলে বিবরণ ফলের নাম পাবে। গুরু কে তো
মার দিয়ো ভাঙ্গিতে এফল। তখনি এবিবরণ জানিবে সকল
ইহা বলি বিদায় করিয়া দিল তায়। পুনর্বার পথেতে আই
ল নররায় ॥ বিলম্ব রাজার দেখি গুরু ভাবে মনে। এবার নিশ্চ
য় বেটা মরিয়াছে প্রাণে। সন্দেহ নাহিক ইথে জন্তুতে মারি
ল। নহে কেন এতক্ষণ বিলম্ব হইল ॥ মনে২ দুষ্ট গুরু করে অ
নুমান। আর কি করিব গৃহে করি যে প্রস্থান ॥ এইরূপ ভাবি
য়া মন্ত্রণা কৈল মনে। হেনকালে রাজা আইল সত্ত্বর গমনে
রাজারে দেখিয়া গুরু হইল বিস্ময়। মরে নাই বেটা ফিরে এল
পুনশ্চয়। মনঃক্ষুন্ন হয়ে গুরু বসিল তথায়। হেনকালে ফল
হাতে দিল নররায় ॥ গুরু কন বিলম্ব হইল কি কারণ। রাজা ব
লে আগে যে অনেক বিবরণ। ফলের নামের জন্য করিন ভ্রমণ
কৈলাসেতে গিয়াছিন যথা ত্রিলোচন ॥ তথা হৈতে বৈকুণ্ঠে
তে করিন প্রবেশ। শুধানু ফলের নাম যথা হৃষীকেশ। হরী
কহেন তত্ত্ব শুন গুণধাম। ভাঙ্গিলে এফলের মধ্যে ত পা
বে নাম ॥ রাজার বচন শুনি সবিস্ময় মন। কি করিতে পাঠাই
নু হইল কেমন ॥ মারিতে পাঠান দেখে এলো ত্রিভুবন। হ
ইল জীবন মুক্ত দেখি নারায়ণ। শিষ্য হয়ে কিবা না করিল এ

ঈশ্বর। আমিগুরু হয়েপাপ করিনু অর্জ্জন। এতবলি ফল
লয়ে়প্রস্থ শুক করিল। দুইভাগে দুইরঙ্গ দেখিতে পাইল। এ
কভাগে দেখে মণিময় পুরীখান। রত্নময় সিংহাসন আতি
শোভামান॥ তারমধ্যে বৈসে আছে শুচন্দ্র রাজন। বিদ্যা
ধরিগণেকরে চামোর ব্যজ্জন॥ আরএক ভাগেদেখে ঘোর
অন্ধকার। মগলহস্তেকে দেখেকত কদাকার॥ চৌরাশি ন
রক দেখে ভিতরেতাহার। তাতেফেলি আপনারে করিছে
সংহার॥ ইহাদেখিভয়েশুক হইল অজ্ঞান। অস্থির হইল অ
তি ভয়েকম্পবান॥ চেতন পাইয়াশিষ্য সবিনয়ে কয়। র
ক্ষাকরবাপু আমি পাইয়াছি ভয়॥ বৃত্তান্ত দেখায়েতারে
শুনিছে রাজায়। অপরাধক্ষমাকরি রাখহ আমায়॥ রাজাব
লে আমিশিষ্য তুমিত ঈশ্বর। কেনহেন অসম্ভব করেন উ
ত্তর॥ শুককহে তুমিসাধু আমিদস্যপ্রায়। তোমার সহি
ত বহু করেছি অন্যায়॥ তুমি শিষ্য গুরু ভক্ত অতি পুণ্যবা
ন। আমিগুরু হয়ে নহি তোমারসমান॥ রাজ্য ইচ্ছাকরেছি
নু তোমারে মারিয়া। তেকারণে দিয়াছিনু বনে পাঠাইয়া।
গুরু ভক্ত তুমি কেনহইবে মরণ। হিনবুদ্ধি আমি ফল পাইনু
তেমন॥ রাজাকহে একথা কহেন অনুচিত। কোনতুচ্ছ রা
জ্য মোরশরির বিক্রিত॥ আমিবনে রহিলাম ক্রাজ্যে কিবা
ফল। আপনি করুণরাজ্য সঁপিনু সকল॥ শুনি গুরু কহ
জ্য কিবাপ্রয়োজন। তুমিরাজ্যে যাও আমিকরিব সাধ
শিষ্য দ্রোহ পাপক্ষয় যতদিননয়। ততদিন এইবনে করি
আশ্রয়॥ এইরূপ গুরু শিষ্য কথোপকথন। শেষেরাজার
মেয়েগেল গুরু গেলাবন॥ শুনরাজা বিক্রম আদিত্য মহাশ

য় । গুরু ভক্তজনে কি করিবে পাপচয় ॥ গুরু ভক্তি দৃঢ় ভক্তি যথা
থ নরপতি । অনায়াসে পাপ হইতে পাবে অব্যাহতি ॥ শুক
বাক্যে ভূপতির ফিরে গেল মন । গুরু সেবা করে নিত্য শুচন্দ্র
যেমন । দিনে২ ভূপতির অমঙ্গল যায় । এতদূরে শুকবিলা
সের গুহ সায় ॥ হরি ধ্বনি কর হে সকল বন্ধুগণ । শ্রবণে পুস্তক
হয় গুরু পদে মন । আশ্চর্য্য রাজার কীর্ত্তি নহে সাধারণ । অ
বতার বিশেষ ঐ বিক্রম রাজন । এমন সাহস কার আছে ধ
রাতলে । কলিতে শাসিল সসাগরা বাহুবলে । কলিকালে
অর্জ্জুন বিক্রমাদিত্য রায় । নহিলে এমন সক্তি কোন জনা পা
য় ॥ একছত্রা বসুমতি করিল রাজন । হরি২ বল গুহ হৈল
সমাপন ॥ শ্রী নন্দ কুমার কবি রত্ন আখ্যা যার । বিক্রমা
দিত্যের কথা বিরচিত তার ॥ নিবাস ধুলুক শুদ্ধ মণি আধি
কারে । সদা আশীর্ব্বাদ করি সমাতে যাহারে ॥ শার মরবাহন
মাস দিবা পারাবার । সমাপ্তী হইল গুহ শেক চক্রু বাহ
ইমেত্রপৃষ্ঠে বান চন্দ্র শক নিরূপন । সাঙ্গ হৈল ইতিহাস স্মরি
জনার্দ্দন ॥ শ্রীযুক্ত শ্রীচুনিলাল দাসে আদেশিলা । শ্রী নন্দ
কুমার কবিরত্ন বিরচিলা ॥— ইতি
শুকবিলাসের শুক নাম্নী কন্নীবেদর্শন । তাহার পরেতে গুহ
করাণে পঠন ॥—

শুকবিলাস সমাপ্তঃ ॥

